জরুরি অবস্থায় স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়নে ওয়াশ নির্দেশিকা

BANGLADESH RED CRESCENT SOCIETY
BDRCS

IFRC

সূচিপত্র

ভূমিকা	০৪
বইটি যাদের জন্যে	০৬
স্বাস্থ্যবিধির উন্নয়ন কি এবং জরুরি অবস্থায় কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ?	০৯
জরুরি অবস্থার মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি প্রচার কিভাবে বাস্তবায়ন করা যায়?	১৩
১ম ধাপঃ সমস্যা চিহ্নিতকরণ	১৬
২য় ধাপঃ কাঙ্খিত জনগোষ্ঠী চিহ্নিতকরণ	২১
৩য় ধাপঃ অভ্যাস পরিবর্তনে বাঁধা এবং সহায়কগুলোর বিশ্লেষণ	২৪
৪র্থ ধাপঃ স্বাস্থ্যাভ্যাস এর উদ্দেশ্যগুলো প্রণয়ন	৩১
৫ম ধাপঃ পরিকল্পনা	৩৪
৬ষ্ঠ ধাপঃ বাস্তবায়ন	৪৮
৭ম ধাপঃ পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন	৫৬
৮ম ধাপঃ পুনর্বিচার এবং পুনর্বিন্যাস করা	৬২
পরিশিষ্ট	৬৪
আইএফআরসি স্বাস্থ্যবিধি প্রচারের নির্দেশিকা-দ্রুত সমাধান	৬৫
গ্রন্থপঞ্জি	৭০
রেড ক্রস/রেড ক্রিসেন্ট মূলনীতি	৭২

বিঃ দ্রঃ

জরুরি স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়নে এই বইটি নিচের বিষয়গুলোর সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে।

১। জরুরি অবস্থায় IFRC-এর স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন নির্দেশিকা (এই বই)।

এখানে পাওয়া যাবে কীভাবে জরুরি অবস্থায় পরিকল্পনা করে তা বাস্তবায়ন করতে হয় সে নির্দেশনা।

সেই সাথে আরো তথ্য পাবার জন্যে প্রয়োজনীয় লিংক।

২। একটি ১৬ পৃষ্ঠার জরুরি অবস্থায় IFRC-এর স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন নির্দেশিকা বইটির সারাংশ।

এই সারাংশতে একটি রূপরেখার বর্ণনা দেয়া হয়েছে যাতে সবগুলো ধাপ নিয়েই ছোট্ট করে বলা হয়েছে।

৩। একটি ১ পৃষ্ঠার জরুরি অবস্থায় IFRC-এর স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন নির্দেশিকা বইয়ের ছোট্ট সারাংশ

একটা ধারণা দেবার জন্য।

৪। একটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল যা জরুরি অবস্থায় IFRC-এর স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়নে নির্দেশনাগুলো অনুশীলন

বা চর্চায় পরিণত করতে সাহায্য করবে।

এখানে আছে শেখার উদ্দেশ্য এবং সভার পরিকল্পনা যা পরিস্থিতি অনুযায়ী সাজিয়ে নেয়া যাবে।

ভূমিকা
IFRC

ভূমিকা

এই নির্দেশিকাটির উদ্দেশ্য হলো সকল রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট যাতে তাদের জরুরি পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্পে যেন কার্যকরী, প্রাসঙ্গিক ও মানানসই স্বাস্থ্যবিধির উন্নয়ন বিষয়টি নিশ্চিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করে। অন্যান্য সংগঠনের চেয়ে রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট আলাদা এ জন্যে যে, এর এলাকা/সমাজভিত্তিক নিষ্ঠাবান কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে সমাজের মানুষের সাথে কাজ করার জন্যে, যা স্বাস্থ্যবিধির উন্নয়নের জন্যে প্রয়োজনীয়। তবে অভিজ্ঞতা বলে যে, জরুরি সাড়াদানের সময় স্বাস্থ্যবিধির উন্নয়নের জন্যে প্রয়োজনীয় বার্তা পৌছে দেবার উপরেই কেবল গুরুত্ব দেয়া হয়। এই নির্দেশনাগুলো রেড ক্রস কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের পদ্ধতি মেনে কাজ করায় সাহায্য করে। তারা স্বাস্থ্যবিধির উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধানের সকল গুরুত্বপূর্ণ ধাপগুলো নিয়ে কাজ করে। সেক্ষেত্রে সমস্যা বোঝা থেকে শুরু করে, অভ্যাস পরিবর্তনের বাধা ও সহায়ক বিষয়গুলো বের করা হয়। কাজের সকল ধাপেই কমিউনিটি/সমাজ সম্পৃক্ত থাকে। এতে আক্রান্ত কমিউনিটির কথা শোনা ও তাদের সাথে কাজ করা যায়। নিশ্চিত করা যায় সাড়াদান যেন সঠিক এবং প্রয়োজন মাফিক হয়।

এই বইটি সংক্ষেপে ছয় পৃষ্ঠার একটি ছোট বইতেও পাওয়া যাবে এবং বইয়ের শেষেও (পরিশিষ্ট ১.২) এক পৃষ্ঠায় সাধারণ একটি তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও এর সংযুক্ত একটি প্রশিক্ষণ নির্দেশিকাও তৈরি করা হয়েছে যেখানে জরুরি অবস্থায় প্রশিক্ষণের জন্য সেশনের ব্যাপারে পরামর্শ দেয়া হয়েছে/বলা আছে। এই সব বই এবং এ সম্পর্কিত সকল কার্যক্রমের তথ্যাদি যা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে আর পরবর্তীতে পড়ার জন্যে বইগুলোও পরস্পর সম্পূরক। এগুলো পাওয়া যাবে এই ওয়েব সাইটে:

http://watsanmissionassistant.org.

বইটি যাদের জন্যে

এই বইটি সকল RCRC কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের জন্যে যারা জরুরি অবস্থায় কাজ করে। এর মাঝে অন্তর্ভূক্ত সমাজভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবীরা, NS staff, NDRT, RDRT and ERU, বিশেষ করে যারা ওয়াশ সেক্টরে কাজ করছেন। তবে বিশেষ করে তারা, যারা স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়নে কাজ করেন। তাদের নানা ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ রয়েছে এবং জরুরি অবস্থায় ওয়াশ নিয়ে কাজ করার সক্ষমতাও রয়েছে।

বইটির লক্ষ্য হলো স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়নকর্মীরা যেন নানা ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে যাদের এ ব্যাপারে কম অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাদের সহায়তা করতে পারেন। আর যারা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, তারা যেন সেই সময়গুলোয় কাজ করতে পারেন যখন পূর্ব অভিজ্ঞতা ও বিবেচনার ক্ষমতা দুটোই প্রয়োজন হয় জটিল কাজগুলো চালিয়ে নিতে।

স্বাস্থ্যবিধির উন্নয়ন কি এবং জরুরি অবস্থায় কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ?

জরুরি অবস্থায় স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়নে RCRC এর সংজ্ঞা

জরুরি অবস্থায় রেড ক্রসের স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়নের সংজ্ঞাটি হলো:

RCRC কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের মাধ্যমে দেয়া একটি পরিকল্পিত, নিয়মানুগ পদ্ধতি যা মানুষকে সেই পদক্ষেপগুলো নিতে সহায়তা করবে যা তাদেরকে পানি, স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত রোগ বালাই থেকে দূরে রাখবে। এটা সম্ভব হবে এই ধরণের রোগে আক্রান্ত বা আক্রান্ত হয়েছিল এমন মানুষদের সচেতন করা, স্বাস্থ্যবিধির অনুসরণ করানো ও এমন সকল কার্যক্রমে তাদেরকে অংশগ্রহণ করানোর মাধ্যমে। এতে তাদের জ্ঞান ও কৌশলগুলো সবার মাঝে ছড়িয়ে যাবে। তাছাড়া পানি ও স্বাস্থ্য রক্ষার সামগ্রীগুলো সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে ব্যবহারের মাধ্যমেও রোগ বালাই থেকে দূরে থাকা যায়।

ওয়াশ কার্যক্রম এর প্রধান উদ্দেশ্য হল ওয়াশ বিষয়ক রোগ ব্যাধির সংক্রমণ কমানো ও প্রতিরোধ করা। এই কার্যক্রম সফল করার জন্য স্বাস্থ্যবিধির উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ বিভিন্ন নিয়ামক এর দ্বারা কোন ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য প্রভাবিত হতে পারে। যেমন: পরিবেশ, সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, স্বাস্থ্য এবং ব্যক্তি আচরণ। এটা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে প্রত্যেকেই নিজের সুস্থতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি অন্যদের সুস্থতাকেও প্রাধান্য দিবে। পানি, স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য সুবিধার সুযোগ নিশ্চিত করা স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়নের অংশ।

যে কোন জরুরি অবস্থা স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে; উদাহরণস্বরূপ: স্বাস্থ্য-সম্মত পানীয় এবং স্বাস্থ্য সুবিধা সীমিত হতে পারে যখন অস্থায়ী বাসস্থান থেকে কোন গোষ্ঠীকে উচ্ছেদ করা হয় অথবা তারা তাদের বাসস্থান পরিবর্তন করে (প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা কোন দ্বন্দ্বের কারণে), যখন অবকাঠামোগত কোন ক্ষতি হয় ভূমিকম্প বা বন্যার কারণে, কিংবা যেখানে অভাব থাকবে সম্পদের, স্বাস্থ্যসেবা সুযোগের, খাদ্যের, বাসস্থানের ইত্যাদি। এই সকল ঝুঁকিই পানি এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত রোগব্যাধি ছড়াতে ভূমিকা রাখে। পরিমিত পানির ব্যবহার, স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিতকরণ এই সব এ স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়নের অংশ। পূর্ববর্তী গবেষণায় দেখা যায় যে, এই সকল সুবিধা জনপ্রিয়তা পায় না যদি স্বাস্থ্যবিধির সঠিক এবং টেকসই উন্নয়ন না হয়। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, সুপেয় পানি এবং হাত ধোয়ার সুবিধা এই বিষয়গুলো সঠিক পরিবেশ এবং স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়নের সাথে একত্রিত করার মাধ্যমে তৈরি করা হয় স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন কাঠামো (চিত্রঃ ১)। সর্বোপরি স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়নের প্রধান লক্ষ্য হল ওয়াশ সম্পর্কিত রোগব্যাধি নিরসন করা বা কমানো।
(সূত্রঃ Hygiene Promotion in Emergencies, WASH cluster briefing paper)

স্বাস্থ্যবিধির উন্নয়ন মূলত কাজ করে জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি নিয়ে। এতে প্রধানত যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় তা হলঃ

- মলমূত্র এর নিরাপদ নিষ্পত্তি।
- সঠিকভাবে হাত ধোয়া।
- খাবার পানির দূষণ কমানো।

তবে এটি শুধু এই বিষয়গুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বিপর্যয়ের প্রয়োজনীয়তা ও প্রেক্ষাপটের উপর ভিত্তি করে অন্যান্য বিষয়গুলো যেমন-ভেক্টর নিয়ন্ত্রণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

মূল আলোচ্য বিষয়টি হল যে আক্রান্ত জনসাধারণ যেন মুখ্য স্বাস্থ্য ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হন এবং নিরাপদ স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন গ্রহণ করতে সক্ষম হন এবং ওয়াশ সুবিধা এবং সেবাগুলোর সর্বোত্তম ব্যবহার করেন (তাদের ক্রিয়াকলাপ এবং রক্ষণাবেক্ষণসহ)।

চিত্র ১: স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন ফ্রেমওয়ার্ক (উৎস: স্ফেয়ার হ্যান্ডবুক ২০১১)

রেড ক্রস/রেড ক্রিসেন্টে জরুরি অবস্থায় স্বাস্থ্যবিধি প্রচারের সবচেয়ে প্রচলিত উপাদান প্রচারণা' পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রচারাভিযানগুলো স্বাস্থ্যবিধি শিক্ষা নীতিগুলো অনুসরণ করে, শিক্ষাগত কার্যক্রমগুলো একটি নির্ধারক এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে সরবরাহ করে কাঠামোবদ্ধ করা হয়েছে,
উদাহরণস্বরূপ-সুবিধাভোগকারী একটি দলের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের কাছে একটি পোস্টারের মাধ্যমে রোগ সংক্রমণ তালিকা (F Chart) ব্যাখ্যা করা। কিছু স্তরের বা কর্মজীবন সৃষ্টি করে এমন ক্রিয়াকলাপগুলোতে সেই গোষ্ঠীকে কিভাবে নিযুক্ত করা যায় তার উপর বিশেষ বিবেচনা দেখানো হয়েছে। একই উদাহরণ ব্যবহার করে নারী দলগুলো F Chart নিয়ে আলোচনা করতে পারেন এবং F Chart-এ সংক্রমণ পথগুলো ভাঙ্গার জন্য তাদের বাধাগুলো কিভাবে স্থাপন করা যেতে পারে এবং তাদের চিন্তাগুলো অনুশীলন করার জন্য জন্য তাদেরকে সাহায্য করতে পারেন।

স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন এর প্রধান উপাদানগুলো হলঃ

কমিউনিটির/সামাজিক অংশগ্রহণ	সুযোগ-সুবিধাদি, স্যানিটেশনের উপাদান এবং প্রচার পদ্ধতির নকশা প্রণয়নে ক্ষতিগ্রস্থ নারী, পুরুষ এবং বাচ্চাদের সাথে পরামর্শ গ্রহণ, বর্তমান সামাজিক গঠনের সাথে অরক্ষিত এবং কার্যরতদের চিহ্নিত করা।
সুযোগ-সুবিধাদির ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ	সুযোগ-সুবিধার নকশা প্রণয়ন ও গ্রহণযোগ্যতার প্রতি প্রকৌশলী অথবা সমাজ এর প্রতিক্রিয়া নেয়া। এটি সামাজিক মালিকানা এবং সুযোগ-সুবিধার মসৃণতা এবং রক্ষণাবেক্ষণ এর দায়িত্ব নিতে উৎসাহিত করে।
স্বাস্থ্যবিধি সামগ্রীর বাছাইকরণ এবং বিতরণ	স্বাস্থ্যবিধি সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তার ধরণের উপর ভিত্তি করে সমাজের সাথে কাজ করা।
সামাজিক এবং ব্যক্তিগত কর্মোদ্যোগ	সমাজভিত্তিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবকরা স্বাস্থ্যবিধির অগ্রণী ব্যক্তি হিসেবে চরিত্র পরিবর্তনশীল যোগাযোগের মূলনীতিগুলো ব্যবহার করবে, সামাজিক কর্মকান্ড যেমন নাটক সংগঠিত করবে এবং বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে ব্যক্তিদেরকে বিজড়িত করবে।
ওয়াশ অংশীদারদের সাথে যোগাযোগ	সরকারি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান (আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় উভয়ই) যারা ঐ এলাকায় কাজ করছে তাদের সহযোগীরুপে কাজ করা, সমন্বয় কার্যসাধন-পদ্ধতি যেমন ওয়াশ ক্লাস্টার হিসেবে অংশগ্রহণ করা।
পর্যবেক্ষণ	কার্যক্রম ও সুযোগ-সুবিধার উপর সমাজের সন্তুষ্টি এবং ব্যবহার।

এই প্রসঙ্গে আরও তথ্য জানতে ওয়াশ Cluster Hygiene Promotion briefing পেপারটি পড়ুন।

সকল RC ওয়াশ কার্যক্রমে এ সকল উপাদানগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

নীতিমালা এবং মান

স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন কর্মকান্ডে নিয়োজিত সকল RCRC কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের মানবিক নীতিমালা এবং মানের সাথে সুপরিচিত হওয়া এবং মেনে চলা প্রয়োজন, সেই সঙ্গে:

- **রেড ক্রস মৌলিক নীতিমালা**
- **রেড ক্রস আন্দোলন আচরণবিধি**
- **স্ফেয়ার হ্যান্ডবুকের মান**
- **সমাজের অংশগ্রহণ এবং দায়িত্বশীলতা (কমিউনিটি এনগেজমেন্ট এন্ড অ্যাকাউন্টিবিলিটি, সিইএ) স্ফেয়ার হ্যান্ডবুক।**

দুর্যোগাবস্থায় এবং সংঘর্ষ চলা অবস্থায় মানবিক সাড়াদান এর গুনমান এবং দুর্যোগাক্রান্ত লোকদের প্রতি মানবিক দায়িত্ব পালন পদ্ধতির মান উন্নত করাই হল স্ফিয়ার হ্যান্ডবুকের প্রধান উদ্দেশ্য।
স্ফেয়ার হ্যান্ডবুকে (২০১১) এ বিষয়ে দুই ধরনের স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন মান রয়েছে যেগুলোকে মূল কর্মকান্ড এবং নির্দেশিকা হিসেবে ব্যবহার করা উচিত।

স্ফেয়ার মান ১: স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন বাস্তবায়ন
সকল বয়সের আক্রান্ত পুরুষ, মহিলা এবং শিশুদের মল সার্বজনীন স্বাস্থ্য ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং স্বাস্থ্যবিধি অবস্থায় ক্ষয় প্রতিরোধে গ্রহণ করা মাপকাঠিগুলোর সাথে সংহত হওয়া এবং প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাদির ব্যবহার এবং তা পালন করা।

স্ফেয়ার মান ২: শনাক্তকরণ এবং স্বাস্থ্যসম্মত জিনিস ব্যবহার
ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি, শারীরিক অবস্থা, মর্যাদা এবং কল্যাণ সাধন সুনিশ্চিত করার জন্য দুর্যোগাক্রান্ত জনগণের স্বাস্থ্যসম্মত জিনিস ব্যবহার বিধি শনাক্তকরণ এবং প্রচারণায় নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। যেহেতু স্ফেয়ার হ্যান্ডবুক অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন ঝুঁকি এবং চাহিদার জন্য দরকারি সুযোগ-সুবিধা সুনিশ্চিত করে আক্রান্ত গোষ্ঠীকে একবার নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ প্রদান করে তাই এর যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে জরুরি সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে, RCRC সাধারণত প্রচারণামূলক কাজই করেছে যেখানে মানুষের অভ্যাস পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে এমন বার্তা প্রদানের উপর গুরুত্বারোপ করেছে যা তথ্যশিক্ষা এবং যোগাযোগ উপকরণ সম্পর্কে ধারণা দেয়। গণস্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে যদি সহায়তা প্রদানকারী, গ্রহণকারী এবং সমাজের মানুষসমূহ (হোক সেটা একজন পৃথক মানুষ, একটি গৃহস্থালী বা বৃহৎ অংশ) এক সাথে কাজ না করে তবে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর সমস্যা বোঝার ক্ষেত্রে এ পদক্ষেপ সঠিক হয় না।

শুধুমাত্র তথ্য সরবরাহ করাতে সংক্রমিত মানুষের কর্মকান্ডে এবং চিন্তা ধারায় পরিবর্তন আসবে না কারণ তারা অজ্ঞাত অথবা অপরিপক্ক নয় যারা কেবল মাত্র কোন তথ্য তাদের কাছে পৌঁছাবার অপেক্ষা করবে।

স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন প্রকল্পে সাধারণ ঘাটতিঃ
স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অগণিত রিপোর্ট, পুন:পর্যালোচনা এবং নির্দেশিকাসমূহতে নানাবিধ ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

অত্যধিক মনোযোগ দেয়া বিষয়গুলো:

- জনগণের বিভিন্ন অংশের মতামত না জেনে এক পাক্ষিক বার্তার বিস্তর প্রচারণা।
- সঠিকভাবে সমস্যা না বুঝে প্রচারণা ভিত্তিক উপকরণ যেমন-পোস্টার এবং লিফলেট প্রস্তুত করা।
- ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রদানকারী সুযোগের ব্যবস্থা, কার্যকারিতা অথবা রক্ষণাবেক্ষণ পর্যাপ্ত না হওয়া।

পর্যাপ্ত মনোযোগ না দেয়া বিষয়গুলো:

- বাস্তব কর্মকান্ড যা মানুষ যোগাযোগ রক্ষার্থে করতে পারে।
- কিভাবে অনেক দর্শক এবং তাদের আচরণ সমূহ পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব।
  উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কিছু কাজ নির্দিষ্ট করা যেমন-যত্ন নেওয়া, ত্যাগ, দায়িত্ব পালন করা। এটা বিশ্বাস করে আগানো যে শ্রেয় স্বাস্থ্যের প্রতিজ্ঞাই লক্ষ্য অর্জনের চাবিকাঠি।
- শোনা, আলোচনা এবং কথা বলা মানুষের উদ্দেশ্যে যা তাদের কাছে পরিষ্কার করে দেবে কতিপয় বিষয়সমূহ যাতে করে তারা নিজেদেরকে নির্দিষ্ট পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং সেক্ষেত্রে তাদের করণীয় কি।

দুর্যোগের সময়ে সঠিক কাজ হল স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্থান পরিবর্তন। এক্ষেত্রে গুরুত্ব দেয়া উচিত মানুষকে উৎসাহিত করার ব্যাপারে যাতে তারা নিজের স্বাস্থ্য রক্ষায় সঠিক কাজগুলো করে।

প্রচার কার্যক্রম ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে বার্তা প্রচারের উপর একচেটিয়া ভাবে মনোযোগ না দিয়ে বরং ইন্টারেক্টিভ পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত (Sphere handbook, 2011)। যদি পদ্ধতিটি সমাজের (পুরুষ, নারী, শিশু, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী) সবার সাথে প্রয়োজনীয় তথ্য জানিয়ে আলোচনা এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জন্য ফলপ্রসূ হয়, তাহলে সেখানে মানুষের চিন্তা এবং কর্ম সম্পর্কে আরও গভীর জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

দায়িত্বঃ

এটা স্বীকার করা গুরুত্বপূর্ণ যে, সাহায্য প্রার্থীরাই আমাদের মনোযোগের কেন্দ্র হবে। সকল RCRC ওয়াশ কার্যক্রম অবশ্যই গুরুত্ব দেবে: তথ্য প্রদান, প্রভাবিতদের সক্রিয় প্রশিক্ষণ, শ্রদ্ধাশীল মনোভাব এবং সাহায্য প্রার্থীদের প্রতি সহমর্মিতার উপর।
ওয়াশ Cluster Accountability Projectটি ওয়াশ এর মাঠকর্মীদের তাদের দায়িত্বের বাস্তব দিকগুলো বুঝতে সাহায্য করার জন্য কিছু সহজ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। দায়িত্ব বা জবাবদিহিতাকে পাঁচটি মাত্রা দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে: অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা, প্রতিক্রিয়া প্রক্রিয়া ও অভিযোগ, কর্মীদের দক্ষতা ও আচরণ এবং পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন।

স্বাস্থ্যবিধি প্রচারকদের বইটি পড়ার জন্য দৃঢ়ভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে যেহেতু এটি প্রথম ধাপ এবং দ্বিতীয় ধাপ বা দীর্ঘস্থায়ী জরুরি উভয় ধাপের জন্য প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ প্রস্তাব করে। Accountability Bookletটি দায়িত্ব বা জবাবদিহিতার সকল মাত্রা এর উপর ভিত্তি করে সম্প্রসারিত করা হয়েছে।
সুবিধাভোগীদের দায়িত্ব বা জবাবদিহিতার প্রধান দিক, কোন কাজটি করণীয় এবং কোনটি করা যাবে না সেটি ব্যাখ্যা করে, সুলভ এবং সময়মত তথ্য প্রদান করে, প্রতিক্রিয়া এবং অভিযোগের জন্য পদ্ধতির সংস্থাপন নিশ্চিত করে এবং আক্রান্ত মানুষদের ওয়াশ interventions এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সক্ষম করে।

Core Humanitarian Standard (CHS) গুণমান এবং দায়িত্বের উপর নির্মিত নয়টি প্রতিশ্রুতি ব্যাখ্যা করে যেগুলো Red Cross সংকটে আক্রান্ত সম্প্রদায় এবং মানুষের জীবনমান এবং জবাবদিহিতার উন্নয়নে ব্যবহার করতে পারে; CHS সংকটে আক্রান্ত সম্প্রদায় এবং মানুষদেরকে তাদের মৌলিক মানবাধিকারসমূহ নিশ্চিত করণের জন্য মানবিক কর্ম এবং প্রচারের কেন্দ্রে স্থান দেবে।
এটি মানবতা, স্বাধীনতা এবং নিরপেক্ষতার রেড ক্রস মৌলিক নীতিগুলোর সাথে যুক্ত। সিএইচএস (CHS) শীঘ্রই স্পিয়ার হ্যান্ডবুক ২০১৮ এ অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

প্রশ্নঃ জরুরী অবস্থার মধ্যে স্বাস্থ্যবিধির প্রচারণা যে কাজ করে এর কোন প্রমাণ আছে?

উত্তরঃ যদিও আমাদের একাডেমিক প্রমাণের কমতি রয়েছে যেটা প্রমাণ করে যে জরুরি অবস্থার মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি প্রচার কাজ করে (বিশেষ করে তীব্র জরুরি অবস্থানে), তবুও এটার অকল্পনীয় প্রমাণ প্রচুর আছে। স্বাস্থ্যবিধি প্রচার শুধুমাত্র আচরণ পরিবর্তন সম্পর্কে নয়। উদাহরণ-মানুষকে হাত ধুয়ে ফেলার জন্য, এটি মানুষকে জড়িত করার এবং তাদেরকে পদক্ষেপ নিতে সক্ষম করার বিষয়েও সাহায্য করে, এবং এটি পাওয়া যায় যখন আরো বেশি লোক জড়িত হয় এবং প্রোগ্রামটি আরো বেশি সঠিক হয়ে যায়।

জরুরি অবস্থার মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি প্রচার কিভাবে বাস্তবায়ন করা যায়?

একটি কার্যকর স্বাস্থ্যবিধি প্রচার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য, বর্জ্য পদার্থের নিরাপদ ব্যবস্থাপনা, সঠিক হাত ধোয়ার এবং বাড়ির খাবার পানির দূষণ হ্রাসের উপর মনোযোগ দেয়ার সাথে সাথে; শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং এমন একটি পরিকল্পনা তৈরি করা গুরুত্বপূর্ণ যা জনসাধারণকে পানি, স্বাস্থ্যবিধি এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত রোগগুলো, প্রয়োজনীয়তাগুলো মোকাবেলার (বিপর্যয়ের প্রভাব সম্পর্কিত) এবং আচরণ পরিবর্তনকে বাধা এবং প্রেরণা বিবেচনা করার জন্য পদক্ষেপ নিতে সক্ষম করে। জরুরি প্রতিক্রিয়ায় এটি চ্যালেঞ্জিং হতে পারে যখন পরিস্থিতি প্রায়ই বিভ্রান্তিকর এবং বিশৃঙ্খল হয়।

স্বাস্থ্যবিধি প্রচার প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন একটি বৃত্তাকার প্রক্রিয়া অনুসরণ করে, যা একটি মূল্যায়নের সঙ্গে শুরু এবং একটি পর্যালোচনার সঙ্গে শেষ। এটি পুনরাবৃত্তিমূলক প্রক্রিয়া; প্রতিক্রিয়া এবং শেখা পাঠ্যক্রম অবশ্যই যা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের চাহিদাগুলোর জন্য উপযুক্ত তা নিশ্চিত করার জন্য অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক। হস্তক্ষেপ প্রক্রিয়া এই রকম হওয়া উচিত:

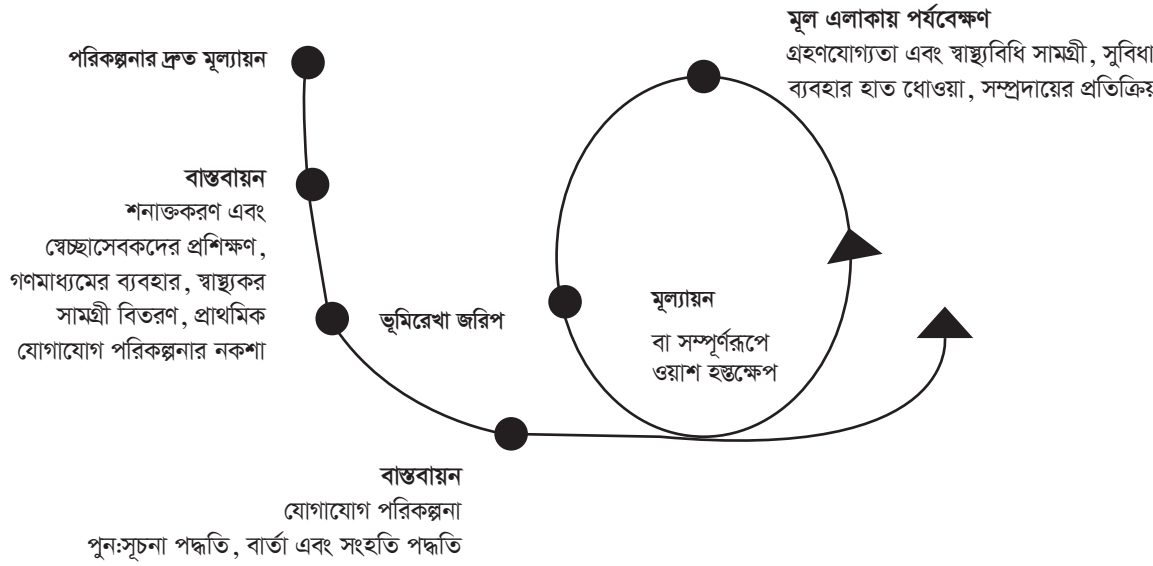

চিত্র ২: স্বাস্থ্যবিধি প্রচার প্রকল্প চক্র (উৎস: ওয়াশ ক্লাস্টার, স্বাস্থ্যবিধি প্রচার-একটি ব্রিফিং পেপার)

জরুরি অবস্থায় স্বাস্থ্যবিধি প্রচারের ৮টি পদক্ষেপ:

জরুরি প্রতিক্রিয়া অপারেশনগুলোতে স্বাস্থ্যবিধি প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহজতর করার জন্য ধাপে ধাপে একটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি প্রবর্তকদের দলগুলো, তৃণমূল স্বেচ্ছাসেবকদের বা আরসিআরসি/RCRC কর্মীদের সাথে ৮টি পদক্ষেপের প্রক্রিয়া অনুসরণ করবে। স্বেচ্ছাসেবক এবং কর্মীরা মৌলিক স্বাস্থ্যবিধি প্রচার কার্যক্রমের জন্য একটি সহজ এবং কাঠামোগত পথ অনুসরণ করতে পারেন। পরিচালকদের অথবা স্বেচ্ছাসেবকদের সুপারভাইজার এবং দলের নেতারা কোন পদক্ষেপগুলো সম্পন্ন করেছে তা জানার মাধ্যমে তাদের দলকে আরও ভালভাবে সমর্থন এবং পরামর্শ দিতে পারে।

সংক্ষেপে, RCRC এর জন্য জরুরি অবস্থায় স্বাস্থ্যবিধি প্রচারের জন্য ৮টি পদক্ষেপ রয়েছে। এই পদক্ষেপগুলোর চিত্র ২-এর প্রকল্প চক্রের জন্য কিছু অতিরিক্ত পদক্ষেপ রয়েছে। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে এই প্রক্রিয়াটিকে RCRC দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া শৈলীর সাথে সম্পর্কিত করা এবং অংশগ্রহণকারীদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা যায়।

১. সমস্যা চিহ্নিতকরণ
২. কাঙ্খিত জনগোষ্ঠী চিহ্নিতকরণ
৩. অভ্যাস পরিবর্তনে বাঁধা এবং প্রভাবকগুলোর বিশ্লেষণ
৪. স্বাস্থ্যবিধি আচরণ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যাবলি প্রণয়ন
৫. পরিকল্পনা
৬. বাস্তবায়ন
৭. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন
৮. পুনর্বিচার এবং পুনর্বিন্যাস করা।

এই ধাপগুলোকে পন্থা এবং সরঞ্জামগুলোর সাথে যুক্ত করে নিচে আরও বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে রেড ক্রসের ৮টি ধাপের স্বাস্থ্যবিধি প্রবর্তকগুলো পূরণ করে আরো সুসংগত ও পদ্ধতিগত ভাবে স্বাস্থ্যবিধি প্রচার কার্যক্রম সরবরাহ করতে সক্ষম হবে।

৫ নং পদক্ষেপের (পরিকল্পনা) শেষে, স্বাস্থ্যবিধি প্রচার দলের বাস্তবায়নের জন্য একটি পদ্ধতিগত আচরণ পরিবর্তনের পরিকল্পনা থাকবে। প্রচারাভিযানের কিছু স্পষ্ট আচরণ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যাবলি এবং প্রচারমূলক সরঞ্জামসমূহ নির্ধারিত দল অনুযায়ী নির্বাচন করা হবে।

জরুরি অবস্থার শুরুর প্রসঙ্গের উপর ভিত্তি করে, ধাপ ১ থেকে ৫, ৭-১০ দিনের মধ্যে পূরণ করা যেতে পারে। এর জন্য প্রাক-দুর্যোগ উপলব্ধ তথ্য ব্যবহার করে, দ্রুত মূল্যায়নের মাধ্যমে উৎপন্ন তথ্য এবং ন্যাশনাল সোসাইটি, সম্প্রদায় এবং মূল অংশীদারদের সাথে পরামর্শের জন্য নির্দিষ্ট কিছু তথ্যের প্রয়োজন।

জরুরি প্রতিক্রিয়ার সপ্তাহ ২ থেকে বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ (ধাপ ৬) এবং এম এন্ড ই (ধাপ ৭) এর প্রধান ঝুঁকি এবং চাহিদা মোকাবেলা করার জন্য মানদন্ড সঠিক করা প্রয়োজন। পরিস্থিতি যখন আরো স্থিতিশীল হয়ে উঠছে তখন অবশ্যই ১ মাসে ধাপ ৮ গুরুত্বপূর্ণ। তাই পুনরায় সমন্বয় ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এই পর্যায়ে, যথাযথ পরিকল্পনা প্রক্রিয়া (ধাপ ৪-৫) অনুসরণ করে স্বাস্থ্যবিধি প্রবর্তকদের পক্ষে আরও ব্যাপক পরিমাপ (ধাপ ১-৩) বা আদর্শভাবে একটি ভূমিরেখা জরিপের সাথে ধাপ ১ এ ফিরে আসার প্রয়োজনীয়তা বোঝার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ। এই কাল নির্ধারণ অস্থায়ী এবং শুধুমাত্র নির্দেশিকার জন্য প্রদান করা হয়।

১ম ধাপ
সমস্যা চিহ্নিতকরণ
কি কি
করতে হয়

১ম ধাপঃ সমস্যা চিহ্নিতকরণ:

মূল্যায়নের লক্ষ্যটি হল সমস্যা (গুলো) শনাক্ত, সমস্যার উৎস এবং সমস্যার (গুলো) ফলাফল, এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যার চাহিদা এবং ক্ষমতা শনাক্ত করার জন্য পরিস্থিতি বোঝা। "যদিও ভাল তথ্য কোনও ভাল প্রোগ্রামের গ্যারান্টি দেয় না, তথাপি দূর্বল তথ্য অবশ্যই খারাপের নিশ্চয়তা দেয়।"১
এটি জরুরি হলেও, মূল্যায়ন পরিকল্পিত হওয়া উচিত: প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও এই তথ্য এবং তথ্য সংগ্রহের উৎসগুলো বিবেচনা করা উচিত। একটি জরুরি সাড়াদান প্রায়ই বিশৃঙ্খল হয়; সমন্বয় কঠিন হতে পারে, যদি অনেক সংগঠন থাকে তবে ফোন নেটওয়ার্ক/পাওয়ার সাপ্লাই কাজ না করার কারণে যোগাযোগ চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। এনএস কর্মীদের এবং স্বেচ্ছাসেবকদের অভাব থাকতে পারে-তারা নিজেরাই দুর্যোগ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রযোজনীয় পদক্ষেপ নিতে সবার দৃষ্টিগোচর করার জন্য প্রথম কয়েক দিনের মধ্যে একটি প্রাথমিক দ্রুত মূল্যায়ন অপরিহার্য, তারপর অধিকতর গভীরতার মূল্যায়নের জন্য আরও তথ্য যোগ করা যেতে পারে।

একবার মূল্যায়ন সম্পন্ন হলে, বর্তমান পরিস্থিতি নথিভুক্ত করতে একটি ভূমিরেখা জরিপ পরিচালনা করা উচিত (পদক্ষেপ ৫ দেখুন)।

কি কি তথ্য?

একটি দ্রুত মূল্যায়ন অবশ্যই যেসব তথ্য যোগান করবে:

- জনস্বাস্থ্য পরিস্থিতি
- সমাজের গঠন
- এগুলো অনুসরণ করা উচিত
- নিরাপদ পানি
- নিরাপদ নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা
- স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন এবং হাত ধোয়া
- ভেক্টর নিয়ন্ত্রণ
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
- নিষ্কাশন প্রক্রিয়া
- মাসিক সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি
- অগ্রাধিকার এবং অরক্ষিত জনগোষ্ঠী।

এই সকল প্রধান এলাকার খুঁটিনাটি সব প্রশ্ন পাওয়া যেতে পারে নমুনা মূল্যায়ন ফর্মে।

কিভাবে?

মূল্যায়নটি যৌথভাবে স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়নকারী, ওয়াশ প্রকৌশলী এবং সরকারি কর্মকর্তা, এনএস, আরডিআরটি, ইআরইউ এবং অন্যান্য অংশীদারদের সহযোগিতা এবং সমন্বয়ে হওয়া উচিত। যেমন-ওয়াশ ক্লাস্টার অংশীদার এবং অন্যান্য বিভাগ এর সহযোগী যেমনঃ স্বাস্থ্য, বাসস্থান ইত্যাদি। মূল্যায়ন দলের প্রভাবিত সম্প্রদায় থেকে প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, নারী ও পুরুষ এর ভারসাম্য, এনএস থেকে স্টাফ/সেচ্ছাসেবী যারা প্রভাবিত সমাজকে চিনবে, বুঝতে পারবে, তাদের সংস্কৃতিকে সম্মান করবে, ভাল পর্যবেক্ষনীয় এবং শ্রবণ দক্ষতা থাকবে। স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন যেহেতু ভিতরের/প্রভাবিত জনগোষ্ঠীর জ্ঞান (মানুষ কি জানে, কি করে এবং কি চায়) কে বাইরের জ্ঞান (যেমন-ডায়রিয়া জনিত রোগের কারণ) এর সাথে একত্রিত করে, তাই প্রভাবিত জনগোষ্ঠীকে জড়িত করা অপরিহার্য।

মূল্যায়নটি জনগোষ্ঠীর সকল সেক্টরের সাথে; পুরুষ, নারী এবং শিশু, এবং বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ (এবং এটা গুরুত্বপূর্ণ প্রান্তিক, কম দৃশ্যমান অরক্ষিত শ্রেণী, অক্ষম মানুষ সহ), তথ্য সংগ্রহ করার জন্য পরস্পরের উপর ক্রিয়াশীল অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করবে, এবং সম্প্রদায় এর সাথে যুক্ত হবে সমস্যা চিহ্নিত করার জন্য যা তাদেরকে সমাধান পেতে সাহায্য করবে। পদ্ধতি বাছাই করা প্রসঙ্গ, অ্যাক্সেস, সম্পদ এবং সময়ের উপর নির্ভর করে।

পদ্ধতিগত সংযুক্তি ব্যবহার করা বেশি দরকারি সেই সঙ্গে পরিমাণগত উপাত্ত (যেমন-প্রতি জনসংখ্যার জন্য সহজলভ্য ল্যাট্রিন এর সংখ্যা), এবং গুণগত তথ্য (যেমনঃ ল্যাট্রিন ব্যবহারকারী সকল মানুষ ডিজাইন এর উপর সন্তুষ্ট কি না, অবস্থান ইত্যাদি)। এটা গুরুত্বপূর্ণ যে কোন ধৃষ্টতা তৈরী করা যাবে না। পর্যবেক্ষণ এবং মানুষের সাথে কথা বলতে হবে।

সকল তথ্য বয়স এবং লিঙ্গ দ্বারা পৃথক করতে হবে। লিঙ্গ এবং অন্যান্য সামাজিক/সাংস্কৃতিক ফ্যাক্টর (বয়স, স্বাস্থ্য অক্ষমতা পদমর্যাদা, সামাজিক পদমর্যাদা, জাতিতত্ত্ব ইত্যাদি) যার ফলে মানুষ দুর্বল, এবং জরুরি অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয় তার বিস্তারকে আকার দান করে। উল্লেখ্য আইএফআরসি (IFRC) প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করার জন্য জরুরি কর্মসূচি লিঙ্গ ও বৈচিত্র্যের ন্যূনতম মানসম্মত অঙ্গীকার প্রভাবিত সম্প্রদায়গুলোর মর্যাদা, অ্যাক্সেস, অংশগ্রহণ এবং নিরাপত্তা মূল্যায়ন, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে এবং ওয়াশ প্রোগ্রাম পর্যবেক্ষণ করে। মূল্যায়নটি সমাজের সকল বিভাগ বিবেচনা করবে, প্রান্তিক, কম দৃশ্যমান, অরক্ষিত শ্রেণীকে ভুলবে না।

প্রাথমিক এবং গৌণ উপাত্ত:

প্রাথমিক উপাত্ত (মূল্যায়ন এর অংশ হিসেবে সংগৃহিত হবে) অবশ্যই প্রাসঙ্গিক হতে হবে। যেমন-স্বাস্থ্যবিধি আচরণ এবং আচরণের পরিবর্তন এর উপলব্ধি। ইতিমধ্যে উপলব্ধ তথ্য সংগ্রহ করবেন না-এটি সময়, সম্পদ অপচয় এবং একটি সম্প্রদায় এর জন্য বিরক্তিকর হতে পারে যার অনেক প্রয়োজন আছে এবং তারা ক্রমাগত একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে বলে মনে করতে পারে। বিভিন্ন উৎস থেকে মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ করুনঃ NS (স্টাফ এবং স্বেচ্ছাসেবী), ওয়াশ ক্লাস্টার, স্থানীয় সরকার সংস্থা এবং স্থানীয় এনজিওরা। তুলনা এবং শূণ্যস্থান পূরণ করে সকল তথ্য ত্রিভুজীকরণ করতে হবে।

ওয়াশ মূল্যায়ন এর পদ্ধতি এবং হাতিয়ার এর অধিকাংশ তথ্য এখানে পাওয়া যেতে পারে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে সরাসরি পর্যবেক্ষণ এবং সাক্ষাৎকারগুলো ওয়াশ মূল্যায়ন কৌশল যা রেড ক্রস এ ব্যবহৃত হয়, বিশেষ করে প্রতিক্রিয়ার প্রথম ফেজ এর সময়। অন্যান্য সরঞ্জাম, প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হওয়ার পর ঘন ঘন ব্যবহৃত হয়; যেমন-থ্রি পাইল সর্টিং, ম্যাপিং, ভোটিং চার্ট, জরিপ, ইত্যাদি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যবহার করতে হবে যেহেতু তারা সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তি লালন পালন করে এবং তৎপর সম্প্রদায় সদস্য যৌথ কর্মে একমত প্রদর্শন করে। কিছু সরঞ্জাম একই শ্রেণির মানুষের সাথে একত্রিত করা যেতে পারে, যেমন-একটি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা সঙ্গে থ্রি পাইল সর্টিং করা, ব্যপ্তি এবং মানুষের সময় বিবেচনা করা ইত্যাদি। এই অংশগ্রহণকারী ইন্টারেক্টিভ পদ্ধতি একটি জরুরি প্রতিক্রিয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে সহজ হতে নাও পারে, কিন্তু প্রাথমিক মূল্যায়নের সময়, NS এবং সমাজের সাথে কাজ করার সময় এই পদ্ধতিগুলো যথাসম্ভব ব্যবহার করুন। মাধ্যমিক তথ্য বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে যেমন-এনএস, সরকারি মন্ত্রণালয়, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, জেলা বা সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য ক্লিনিকগুলো, সম্প্রদায়গুলোতে কাজ করে এমন অন্যান্য সংস্থা। নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে মাধ্যমিক উপাত্ত সংগ্রহ করা গুরুত্বপূর্ণ।

নমুনা মূল্যায়ন ফর্ম সংগৃহীত সংগ্রহের ধরণ এবং তথ্যের উৎস এর একটি রূপরেখা তালিকা সরবরাহ করে। এটি প্রসঙ্গের সাথে অভিযোজিত হতে হবে। যেহেতু তথ্য সংগ্রহ করা হয়, বিভিন্ন উৎস থেকে তুলনা করে, সংগৃহীত প্রাসঙ্গিক তথ্য যাচাই করে এটি বিশ্লেষণ করা উচিত এবং সমস্যার, প্রভাবিত জনসংখ্যার, ধারণ ক্ষমতা এবং প্রয়োজনীয়তার প্রধান প্রশ্নগুলোর উত্তর করা বেশী দরকারি। পরিস্থিতি বোঝার জন্য এবং আরো সঠিকভাবে সাড়া দেওয়াতে সাহায্য করার জন্য বিশ্লেষণ খুব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। মূল্যায়ন শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত কোন বিশ্লেষণ ত্যাগ করবেন না।

শূণ্যস্থান এবং অসঙ্গতি চেক করার জন্য তথ্যগুলোকে ত্রিভূজীকরণ করবেন, বিভিন্ন উৎসের বিভিন্ন পদ্ধতি থেকে তথ্য বিশ্লেষণ করবেন।

একটি পরিষ্কার মূল্যায়ন রিপোর্ট অপরিহার্য, এটি প্রোগ্রাম পরিকল্পনা এবং পর্যবেক্ষণের জন্য ভিত্তি প্রদান করে।

মনে রাখবেনঃ রেকর্ড করুন, শেয়ার করুন এবং এটি ব্যবহার করুন।

প্রশ্নঃ গভীর মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে কি কি চ্যালেঞ্জ রয়েছে?

উত্তরঃ ১। এটি প্রায়ই কঠিন বিশেষ করে বড় আকারের জরুরি অবস্থার মধ্যে সবচেয়ে ঝুঁকি এবং অরক্ষিত শ্রেণি চিহ্নিত করা; এখানে কোন ঘাটতি নেই তা নিশ্চিত করতে এবং প্রতিলিপি এড়াতে সমন্বয় এবং অন্যান্য সহযোগিতা সংগঠন অপরিহার্য। সবচেয়ে প্রভাবিত এলাকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করার লক্ষ্য থাকবে।

২। যেহেতু প্রাথমিক গভীর মূল্যায়ন সবচেয়ে অরক্ষিত শ্রেণিকে লক্ষ্য করতে পারে, সমস্ত প্রভাবিত এলাকার জন্য এই তথ্যটি সাধারণীকরণ করা সবসময় সম্ভব নয়।

৩। উপাত্তটি খুব দ্রুত অপ্রচলিত বা অপ্রাঙ্গিক হতে পারে, বিশেষ করে দুর্যোগ এর সময় যা চলন্ত জনসংখ্যার গতিশীলতাকে যোগ করে।

৪। গভীর মূল্যায়ন সম্পন্ন হতে সময় নিতে পারে, বিশেষ করে একটি বিশৃঙ্খল পরিবেশে, তাই মূল্যায়নে খুব দীর্ঘ ব্যয় না করার জন্য সতর্কতা নিতে হবে এবং অগ্রাধিকার প্রয়োজনে সাড়া দেয়ার জন্য বাস্তবায়ন বিলম্বিত করতে হবে।

প্রশ্নঃ মূল্যায়ন সাড়াদানের আগে সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত দলকে অপেক্ষা করা উচিত?

উত্তরঃ না, যদি অবিলম্বে জরুরি প্রয়োজন দরকার হয়, সাড়াদান শুরু করা উচিত; যেমন-কলেরা প্রাদুর্ভাব সাড়াদানে, জনসংখ্যার জরুরি সাহায্য এবং পানীয় চিকিৎসার উপর তথ্য দরকার হতে পারে। কিন্তু সঠিক সাড়াদান তৈরী করার জন্য অবশ্যই গভীর মূল্যায়ন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ-কলেরা প্রাদুর্ভাবের সময় পোস্টার প্রদান করা সঠিক না যদি জনসংখ্যা অশিক্ষিত থাকে এবং সঠিক মূল্যায়ন ছাড়া এই তথ্য পরিচিত হতে পারে না। এবং সমাজে কিছু কয়েক এইচপি কার্যক্রম লোকেরা কি গ্রহণ করে এবং পছন্দ করে সে সম্পর্কে ভবিষ্যতের ক্রিয়াকলাপগুলোর জন্য আপনাকে পথ নির্দেশনা প্রদান করবে।

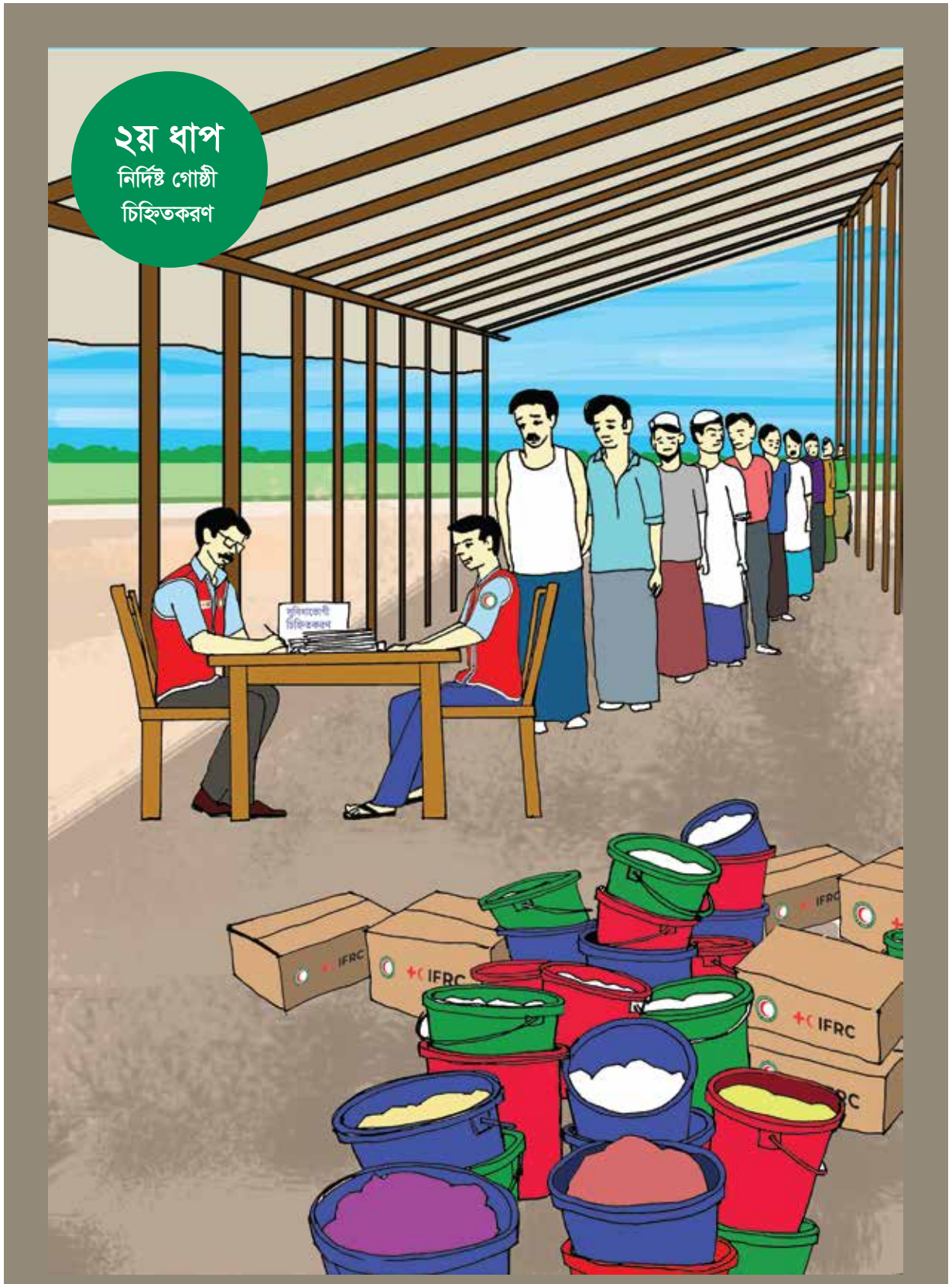
২য় ধাপ
নির্দিষ্ট গোষ্ঠী
চিহ্নিতকরণ
সুবিধাভোগী
চিহ্নিতকরণ
IFRC
IFRC
IFRC

২য় ধাপ: কাঙ্খিত জনগোষ্ঠী চিহ্নিতকরণ:

স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন পরিকল্পনার ২য় ধাপে কাঙ্খিত কোন জনগোষ্ঠীকে খুঁজে বের করা হয় যারা স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত সমস্যা ও ঝুঁকিতে রয়েছে। যাদের বেশি ঝুঁকি তাদের বেশি প্রাধান্য দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

নিম্নের বিবেচ্য বিষয়গুলোকে গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিত:-

- সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা। প্রত্যেক ওয়াশ কার্যক্রম যেন সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর এর কাছে পৌঁছে যায় এর জন্য (a gender and diversity) বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিশ্লেষণ এর মাধ্যমেই ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী চিহ্নিতকরণ এবং চিহ্নিতকরণ নিয়মাবলী নির্ধারণ করা হয়।
- যদি কোন শরণার্থী শিবিরে কাজ করা হয় তাহলে কাজের পরিধি অনুযায়ী আশেপাশের জনসংখ্যাও বিবেচনা করা উচিত।
- কাঙ্খিত জননগোষ্ঠীর মধ্যে কারা বেশি প্রভাবশালী (যেমন-সমাজ এবং ধর্মীয় নেতা) তাদের চিহ্নিত করা এবং তাদের সাথে কথা বলা।
- কাঙ্খিত জনগোষ্ঠী এবং অন্যান্য অংশীদারদের বিভিন্ন অংশে ভাগ করা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী।
- শিশু এবং ছোট বাচ্চাদের উপর বিশেষভাবে খেয়াল রাখা প্রয়োজন কারণ তাদের ভিন্ন ধরনের ওয়াশ সুবিধা দরকার।
- এটা নিশ্চিত করতে হবে যেন যে বিষয়গুলো কোন নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে আঘাত করে সেগুলো বিবেচনা করা হয় (যেমন: নারীদের স্বাস্থ্যসম্মত মাসিক এর উপকরণ, বয়ঃসন্ধিকাল ইত্যাদি)।

মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া নির্ভর করে সে কি জানে, তার সামর্থ্য এবং সে কতটুকু সংযোগ করতে পারে সেই কার্যক্রম এর সাথে। তাদের সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ হয়ত সম্ভব না, বিশেষ করে যখন কোন জরুরি অবস্থা বিরাজ করে অথবা যখন কোন বড় ধরনের দুর্যোগে অনেক বেশি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয় বা মানসিকভাবে তারা আঘাত প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কিছু মৌলিক তথ্য এবং বিষয় নিয়ে আলোচনা কার্যক্রম এর শুরুতে করা যেতে পারে। যখন পরিস্থিতি কিছুটা ভাল হবে তখনই খুব দ্রুততার সাথে সম্পূর্ণ জনগোষ্ঠীকে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করাতে হবে এবং এর সাথে অন্তর্ভুক্ত থাকবে আচরণগত পরিবর্তনের এর লক্ষ্যগুলো।
প্রকৌশলীদের সাথে নিয়ে কাজ করা যখন নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা হয় এবং তাদের নিয়ে একসাথে আশপাশ ঘুরে দেখা। এগুলো হার্ডওয়্যার আর সফটওয়্যার একসাথে সংযোগ করতে দরকার হয়।
এই বিষয় বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ যে কিভাবে এক জনগোষ্ঠী আরেক জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ করে কোন এক নির্দিষ্ট গন্ডির ভিতরে।

জরুরি অবস্থার আগের যোগাযোগের ধরণ এবং জরুরি অবস্থার পরের যোগাযোগের ধরণ বোঝাটা গুরুত্বপূর্ণ জরুরি অবস্থার পরবর্তীতে যোগাযোগ এর মাধ্যম নির্ধারণ করার জন্য। এই বিষয় সম্পূর্ণ কার্যক্রম এর অংশ হতে হবে।

নতুন পরিবেশে তাদের নিত্যদিনের জীবনযাত্রাকে বোঝা, কিভাবে তারা একে অপরের সাথে মিশবে এবং যোগাযোগ করবে এবং কি মাধ্যম বেশি সঠিক হবে এই বিষয়গুলো সম্পর্কিত তথ্য স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন কার্যক্রমে ভূমিকা রাখে।

প্রশ্নঃ কলেরার প্রাদুর্ভাব এ কোন এক সমাজ আক্রান্ত, এর জন্য কি সকলেই উদ্দেশ্য করা গুরুত্বপূর্ণ নয়?

উত্তরঃ হ্যাঁ, কলেরার প্রাদুর্ভাব শুরু হলে স্বাস্থ্যবিধির উন্নয়ন সম্পূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে এক এক দলের জন্য এক এক ভাবে অগ্রসর হতে হবে। প্রাথমিক ভাবে লক্ষ্য করা হয় পরিবার এর সদস্যদের যেমন, শিশু, বাবা-মা, দাদা-দাদী ইত্যাদি। প্রত্যেক দলকে ভিন্ন ভাবে লক্ষ্য করতে হবে। প্রত্যেক দল এর জন্য পদ্ধতি আলাদা হবে কারণ এদের এই জরুরি অবস্থায় জড়িত হবার ধরণ ভিন্ন হবে। মাধ্যমিক দল হবে তারা যাদের সমাজ এ প্রভাব রয়েছে এবং যারা স্থানীয় নেতা। মাধ্যমিক দল সাহায্য করবে স্বাস্থ্যবিধির পদ্ধতিগুলোর তথ্য সবার কাছে পৌঁছে দিতে।

৩য় ধাপ

অভ্যাস পরিবর্তনে বাঁধা এবং প্রভাবকগুলোর বিশ্লেষণ

৩য় ধাপ: অভ্যাস পরিবর্তনে বাঁধা এবং প্রভাবকগুলোর বিশ্লেষণ:

১ম ধাপে প্রধান জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি এবং এর প্রয়োজনীয়তাগুলোকে চিহ্নিত করা হয়।

২য় ধাপ এ তাদেরকে চিহ্নিত করা হয় যাদের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। কিভাবে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী জরুরি অবস্থায় কাজ করে এবং তারা কিভাবে তারা একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে এই বিষয়গুলো বুঝতেও সাহায্য করে ২য় ধাপ।

ধাপ ৩-এ সমাজ এর প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে শুনে এবং আলোচনা করার মাধ্যমে জনগণ এর ব্যবহার বুঝার চেষ্টা করে যা স্বাস্থ্যবিধি প্রচারকদের কাজ সহজ করে দেয়। তাদের আচরণ এবং এই আচরণ এর পিছনের প্রভাবকগুলো বুঝার জন্য বিভিন্ন প্রেক্ষাপট যেমন-তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, প্রথা এবং সামাজিক চাপ। কোন জরুরি অবস্থায় বাধা এবং সীমাবদ্ধতা থাকবে।

অনেক ধরনের তাত্ত্বিক কাঠামো আচরণগত জটিল বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা করে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে এটা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত যে জরুরি অবস্থায় স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন সম্পর্কিত কার্যক্রম সাধারণ কিছু ধারণা থেকে আলাদা রাখতে হবে যা প্রভাব ফেলে জীবাণু এবং রোগ বিষয়ক জ্ঞানের উপর আর এই প্রভাব আচরণগত পরিবর্তন এর জন্য প্রয়োজন। তথ্য দেওয়া আচরণ পরিবর্তন করার প্রক্রিয়া বেশ জটিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কাউকে হাত ধুতে বলা এবং কেউ হাত ধুবে এটা আশা করা।

আচরণ পরিবর্তনের জন্য প্রথমে এটা বোঝা যে মানুষের দুর্যোগের কারণে জরুরি অবস্থায় থাকার আগে থেকে কিছু সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত জ্ঞান থাকবে। এই সাধারণ জ্ঞানগুলোকে খুঁজে বের করা এবং এর মূল্যায়ন করা করা গুরুত্বপূর্ণ। এর উপর ভিত্তি করে করে যে ব্যবস্থা নেওয়া হবে তা বেশি কার্যকরী হবে। যেহেতু এই ধরনের অভ্যাসগুলো আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর আগে থেকেই আছে সেহেতু তারা এর সাথে মানিয়ে নিবে দ্রুত।

দ্বিতীয়ত বাঁধা এবং প্রভাবক নিয়ে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়ে যেমনটা মনে করা হয় ব্যাপারটা তেমন না! কার্যক্রম এর সময় কর্মীদল বিভিন্ন প্রভাবক সম্পর্কিত তথ্য জোগাড় করবে যা আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে। যদিও কার্যক্রম এর এই ধাপে

- **প্রভাবকঃ** যা মানুষকে সঠিক স্বাস্থ্যবিধি আচরণ অনুশীলন এর জন্য উৎসাহ দেয়। মনোবিজ্ঞান, নৃ-তত্ত্ব এবং বিপণন বিজ্ঞান এই সকল ক্ষেত্রে উন্নতির ফলে এই প্রমাণ হয় যে প্রত্যেক মানুষের শারীরিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটে কিছু মুখ্য চালক এবং আবেগ কাজ করে যা এমন এক পরিস্থিতির সাথে সংযুক্ত যেটা তাদের বেঁচে থাকার জন্য সহায়ক। এই ধরনের চালকগুলোকে সার্বজনীন চালক হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

প্রভাবক	প্রবৃত্তি	উদাহারণ
অশ্রদ্ধা	এমন ধরনের বস্তু এবং পরিস্থিতিকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা।	মল, প্রস্রাব, শারীরিক তরল এবং পচাঁ বা মৃত বস্তু যা বিশেষত মানুষ এড়িয়ে চলে। যেমন-মল মূত্রের দৃশ্য বা গন্ধ মানুষকে হাত ধোবার জন্য উৎসাহ দিবে।
পদমর্যাদা	সামাজিক পদমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য।	প্রশংসিত এবং সম্মানিত হবার জন্য নিজেদের পরিষ্কার দেখানোর চেষ্টা। নোংরা হিসেবে পরিচিতি লজ্জা বয়ে আনে এবং তাকে সবাই এড়িয়ে চলে।
সংযুক্তিকরণ	সমাজে বসবাসকারীর প্রবণতা হল পরিশ্রমের ভাল ফল লাভ করার প্রতি।	সমাজের একজন সচেতন সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ করা ও স্ব-উদ্যোগে কাজ করা উচিত সেই সকল নাগরিকদের মত যারা গুরুত্বপূর্ণ প্রেরণা যোগান পয়ঃনিষ্কাশন আচরণকে অভ্যাসে পরিণত করার মাধ্যমে। ইহা সমাজবদ্ধ দলগুলোর ভেতর মেম্বারশীপ তৈরিতে সাহায্য করে। স্থানীয় সামাজিক নিয়ম কানুন এর সাথে আচরণের সাদৃশ্য একটি শক্তিশালী চালিকা শক্তি।
আকর্ষণ	ঊর্ধ্বস্থ সহকর্মীদের মাঝে আকর্ষিত হওয়া ও হতে চাওয়ার প্রবণতা থাকে।	কিছু কিছু সংস্কৃতিতে, পরিচ্ছন্নতা হল আকৃষ্ট করার মত একটি অভিনব কৌশল। মনে রাখতে হবে, যে সংস্কৃতিতে বিনয়, বিশুদ্ধতাকে মূল্য দেয়া হয় সেখানে চালিকা শক্তিকে সহজে আলোচনা করা সম্ভব হয় না।
প্রকৃতি	সন্তানদের প্রতি যত্ন নিতে চাওয়ার প্রতি প্রবণতা।	অভিভাবক, সাধারণত বাবা মা বাচ্চাদের বেশি প্রাধান্য দেন। মায়েরা পরিবারের প্রতি প্রখর দায়িত্বশীলতা অনুভব করেন, এবং শিশুদের ভালভাবে বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে সকল কর্তব্য পালন করেন। যে কোন জরুরি মুহূর্তে এই অনুভূতিটা বেশি অনুভুত হয় ।

প্রভাবক	প্রবৃত্তি	উদাহারণ
আরাম প্রবণতা	একজনের শরীরকে অনুকূল শারীরিক ও রাসায়নিক অবস্থায় রাখার প্রবণতা।	মানুষেরা সাধারণত ত্বকের প্রতি বেশি যত্নবান হয় কারণ ত্বক বিরক্তিকর পদার্থ থেকে মুক্ত, পরিষ্কার এবং মনের সাথে সংযুক্তঃ পরিচ্ছন্নতা, অভ্যন্তরীণ আরাম প্রদান করে, প্রাণবন্ততা, যে কোন কিছুর স্পর্শতা দেয়, মনোবল এবং বিশুদ্ধতা দেয়।
ভয়	যেন কোন বিষয় বা অবস্থার বাদ দেয়ার প্রবণতা যা আহত ও মৃত্যু ভয়ের ঝুঁকি বহন করে (সাধারণত স্বাস্থ্য ঝুঁকি পূর্ববর্তী সময়ে বহুবার হয়েছে যে কোন জরুরী মুহূর্তে জীবন আশঙ্কাকারী রোগের ক্ষেত্রে যেমন- কলেরা ও সাম্প্রতিক সময়ে ইবোলা এবং অন্যান্য)।	উদাহরণস্বরূপ-বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, কলেরা মহামারির সময় হাত ধৌত করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায় (উগান্ডা, সেনেগাল, পেরু, এবং কেনিয়া)। সাধারণ জনগণ স্বীকার করেছে, তারা পুনরায় তাদের পূর্বের হাত ধৌত না করার অভ্যাসে ফিরে যায় যখন বিপদ কেটে যায়।

পরিমাপের কৌশলগুলো হল: ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD), বিশদভাবে প্রধান পরামর্শকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ যা চালিকাশক্তি ও অনুভূতি সম্পর্কে ভাল ধারণা দিতে পারে এবং আচরণগত পরিবর্তন পরিকল্পনার নির্ণায়ক নির্ধারণে সাহায্য করে, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড নির্বাচনে প্রভাবিত করে, স্বাস্থ্যবিধি তথ্য তৈরিতে সাহায্য করে।

উপরে উল্লেখকৃত পরিমাপের কৌশলগুলো প্রদান করে যে, কোন কারণগুলো মানুষকে তাদের কার্যক্রম গ্রহণে বাধা প্রদান করে:

প্রতিবন্ধকতাসমুহ: মানুষকে সঠিক পয়ঃনিষ্কাশন মেনে চলতে বাধা দেয় এমন কোন কিছু; অর্থাৎ কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা-সুযোগ সুবিধায় প্রবেশাধিকার পাওয়া যেমন-সাবান, পানি, টেকসই পায়খানা; সামাজিক প্রতিবন্ধকতা-ভদ্রতা ও প্রথা, স্বাস্থ্য কর্মীদের উপর অনাস্থা এবং স্বাস্থ্য তথ্য; জৈবিক প্রতিবন্ধকতা-মানসিক অবস্থা।

নিম্নে উলেখিত টেবিলের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার বিশদ বিবরণ তুলে ধরা হল-

সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা	● কিছু কিছু সংস্কৃতিতে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার পয়ঃনিষ্কাশন মেনে চলা হয় না, কারণ বিভিন্ন স্থানীয় প্রথা ও বিশ্বাস, যেমন-সাবান ব্যবহার করে না কারণ এটা মনে করা হয় যে ইহা মন্দ ভাগ্য বয়ে আনে, জীবনের স্থায়িত্ব কমিয়ে দেয়, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়, গর্ভবতী ও মাসিককালীন মহিলাদের ক্ষতি করে।
	● বিভিন্ন সংস্কৃতিতে বিশ্বাসগুলোকে বিভিন্ন মাত্রার ও সুনির্দিষ্ট হিসেবে দেখা যায়। সাধারণ মানুষেরা এই বিশ্বাসগুলো সাক্ষাৎকারকারীকে প্রদান করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে না, যদি না তাদেরকে বাধ্য করা হয়। কোনো কারণ ছাড়াই তারা এগুলোকে গ্রহণ করে এবং তারা কোনো ধরনের ভুল-ত্রুটি করছে বলে তাদের মনে হয় না।
	● কিছু পয়ঃনিষ্কাশন আচরণ যেমন-হাত ধোয়া ব্যক্তিগত বা একক পরিমণ্ডলের অধীনে এবং এটা সামাজিক ভদ্রতা হিসেবে দেখা হয় না।
	● জেন্ডার রিলেশন প্রভাবিত করে কিভাবে পানি পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের মাঝে বণ্টন হবে এবং যখন এটার অভাব পড়বে তখন বিশেষ করে মহিলারা, শিশুরা, বৃদ্ধরা তার সমান অংশ ভাগ পাবে না।
	● জরুরি অবস্থায় যে ভৌত কারণগুলো পয়ঃনিষ্কাশন আচার-ব্যবহারকে প্রভাবিত করে তা হল- পানি, সাবান, টয়লেট।
কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা	● জরুরি অবস্থায় পর্যাপ্ত পানি পাওয়া একটি দুরূহ বিষয়। যখন সেবাগুলো প্রদান করা হয়, সারিবদ্ধ করা হয়, অবিরাম সরবরাহ প্রদান করা হয় তা কিছু মানুষের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে। হাত ধোয়ার জন্য একটি পানির উৎসকে সবসময় টয়লেটের কাছাকাছি অবস্থিত হতে হবে।
	● জরুরি অবস্থায় সাবান নাও পাওয়া যেতে পারে। যখন সাবান বণ্টন করা হয়,তখন সাবানকে শুষ্ক রাখা, ময়লা থেকে দূরে রাখা, ক্ষয় হওয়া থেকে দূরে রাখা, গৃহস্থালী পশুর খাবার খাওয়া থেকে আলাদা রাখা পরিবাবের সদস্যদের জন্য কষ্টকর। ইহা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ব্যবহারের সুবিধা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই সাবানকে ল্যাট্রিন বা রান্নাঘরের কাছাকাছি রাখতে হবে যেন কাজের শেষ মুহূর্তে মানুষ হাত ধুতে পারে অন্যথায় ধারে কাছে সাবান না পেয়ে তারা অন্যত্র চলে যেতে পারে।

- জরুরি অবস্থায় পর্যাপ্ত সংখ্যক স্বাস্থ্যকর পায়খানায় প্রবেশাধিকার পাওয়া একটি বড় চ্যালেঞ্জ। জরুরি অপারেশনে সর্ব প্রথম প্রাধান্য দেয়া হয়েছে গণপায়খানা ও খোলা জায়গায় মলত্যাগকে; কারণ ইহা রক্ষনাবেক্ষণ করা কষ্টসাধ্য, দূরবর্তী এবং এই সুযোগটি কোন দুর্বল মানুষদের জন্য কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন-মহিলা, শিশু ও চলনে অক্ষম ব্যক্তি ।

জৈবিক প্রতিবন্ধকতা

- জরুরি সময়ে মা ও তত্ত্বাবধায়ন করা প্রায়শই আশ্রয়স্থল ও ত্রাণসামগ্রী সরবরাহ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সামান্য সময়ে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্যানিটেশনর জন্য এগুলো খুবই জরুরি।

- জরুরি অবস্থায় মা এবং তত্ত্বাবধায়ন করা সহজেই দূর্বল, ক্লান্ত ও গুরুত্বহীন বিষয়, যা জীবন বাঁচানোর জন্য সহজলভ্য নয় তাকে কেন্দ্র করে আবেগ ঘন হয়ে উঠতে পারে।

নিচের টেবিলের মতো একটি পরিকল্পনা সরঞ্জাম (প্রতিবন্ধকতা এবং প্রভাবক বিশ্লেষণের জন্য নমুনা টেবিল), নির্দিষ্ট টার্গেট গ্রুপের জন্য প্রতিবন্ধকতা এবং প্রভাবক খুঁজে এবং প্রকৃত আচরণ এবং বোঝার কারণগুলো ব্যবহার করে বিভিন্ন আচরণ-পদ্ধতি বুঝতে এবং তা বিশ্লেষণ করতে পারে।

টার্গেট গ্রুপ	আচরণ	প্রতিবন্ধক	প্রভাবক	প্রতিবন্ধকতা হ্রাসের প্রক্রিয়া	উদ্দীপনা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া
গর্ভবতী মহিলা	শরীর ও হাত ধোয়ার জন্য সাবান ব্যবহার করে না	সামাজিক প্রতিবন্ধকতা: বিশ্বাস করা যে,সাবান দুর্ভাগ্য বয়ে আনে এবং গর্ভপাত ঘটায়।	পরিচর্যা: শিশুদের সুরক্ষা কমান।	সমাজের নির্বাহী সদস্যদের/ স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছ থেকে সাবান ব্যবহারের সহায়তা নেয়া সম্পূর্ণ ভুল ধারণা।	সমাজ জয়ীরা: সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার মাধ্যমে 'ভাল মা' এর প্রতিচ্ছবি অর্জন করা।
		ভৌত প্রতিবন্ধকতা: সাবান না থাকা।	সংযুক্তিকরণ: অন্যদের সাথে তাল মেলানো ও ভাল মা হয়ে ওঠা।	সাবান বিতরণ।	সবাই এই কাজ করছে তা প্রচার করা।

উৎপাদকগুলো বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতাসমূহ প্রতিরোধ করা সম্ভব এবং সমাজের সদস্যদের ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক স্টেকহোলডার দের নিরাপদ স্বাস্থ্যবিধি আচরণ নিশ্চিত করা সম্ভব।

স্বভাবগত পরিবর্তনের প্রতিবন্ধকতাসমূহঃ

মনে রাখতে হবে, যে উৎপাদকগুলো জনসাধারণকে নির্বিঘ্ন আচরণ প্রতিরোধ করে সেগুলো সর্বদা জীবাণুতত্ত্ব অথবা রোগ সংক্রমণ পথ সম্পর্কিত জ্ঞানের অজ্ঞতার সাথে সম্পর্কিত নয়। বরং ঐ সকল প্রতিবন্ধকতা সমূহ বিভিন্ন ধরণের সামাজিক-সাংস্কৃতিক (অনেক সংস্কৃতিতে একজন মহিলা এবং তার শ্বশুর একই টয়লেট ব্যবহার করতে পারেন না), ধর্মীয় গত (সুনির্দিষ্ট সুবিধার ব্যবস্থা), অথবা শারীরিক সুযোগ-সুবিধার অনুপস্থিতি অথবা তাদের প্রবেশাধিকার নাই) বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। স্বতঃসিদ্ধ ধারণা তৈরি করা যাবে না যে, জনসাধারণের জ্ঞান নাই, তারা উপলব্ধি করে ভিন্ন ভাবে! স্বাস্থ্যবিধি প্রবর্তকের দায়িত্ব হল তাদের অভিজ্ঞতার সাথে সংযোগ ঘটিয়ে ইহা বিভিন্ন সমাজের সাথে আলোচনা করা এবং বিশ্লেষণ করা কিভাবে জনগণ চিন্তা করে। স্বাস্থ্যবিধি প্রবর্তকদের প্রতিবন্ধকতাসমূহ কমানোর চেষ্টা করতে হবে এবং প্রেরণা যোগান দিতে হবে।

প্রশ্নঃ প্রতিবন্ধকতার কারণ এবং জরুরি অবস্থায় প্রেরণা যোগানকারিদের বিশ্লেষণ যা ব্যবস্থাপক, সহকর্মী প্রকৌশলী, দলের দলপতিগণ দ্বারা অগ্রাধিকার পাওয়া উচিৎ নয়। কিভাবে স্বাস্থ্যবিধি প্রবর্তকেরা অন্যদের উপলব্ধি করাবে যে ইহা গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তরঃ প্রতিবন্ধকতাসমূহের বিশ্লেষণ এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রবর্তকদের উন্নয়ন আদর্শের সাথে করতে হবে যেন ইহা একটা সাধারণ মূল্যায়ন এর অংশ হয় এবং যেন ইহা কোন পৃথক অনুশীলন না হয়। একই পরিমাণ সম্পদের খরচ করে এবং নিরাপদ স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়নে যে সকল উৎপাদকগুলোর অনেক সাদৃশ্য মান রয়েছে, অন্য সকল উৎপাদক অপেক্ষা সেগুলোর উপর ভিত্তি করে স্বাস্থ্যবিধি প্রবর্তকেরা কিছু মৌলিক সিদ্ধান্তে আসতে পারেন। স্বাস্থ্যবিধি প্রবর্তকেরা উৎসাহিত হতে পারেন তাদের সহকর্মীদের মাধ্যমে এবং দলের দলপতিগণ কিছুটা সময় নেন তাদের মহৎ মূল্যায়ন এবং পরিকল্পনার জন্য, প্রদক্ষিণ করে রাখে ধারণাকে। যেমন-প্রবর্তকদের, প্রতিবন্ধকতা সমূহকে।

৪র্থ ধাপ

স্বাস্থ্যাভ্যাস এর উদ্দেশ্যগুলো প্রণয়ন

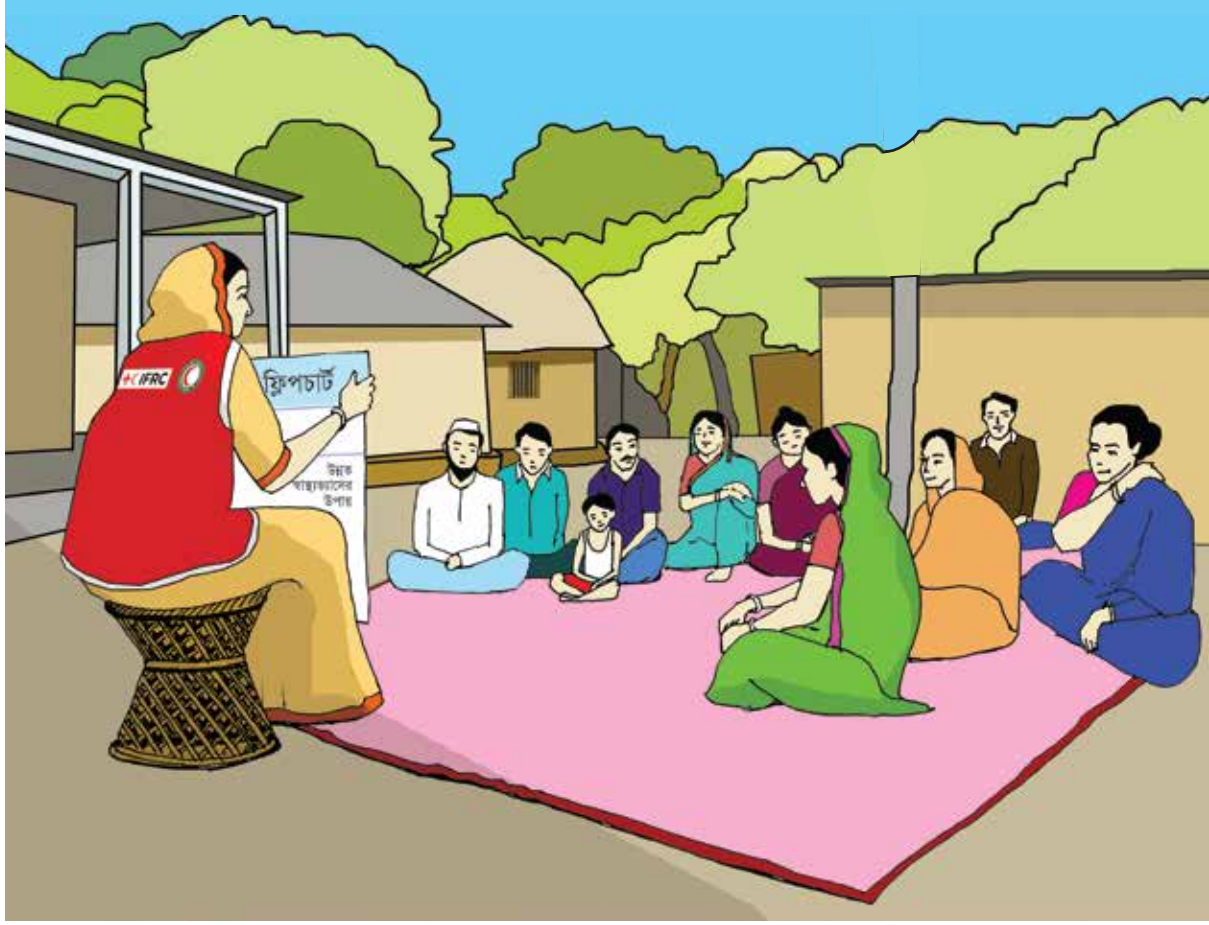

৪র্থ ধাপ: স্বাস্থ্যাভ্যাস এর উদ্দেশ্যগুলো প্রণয়ন:

এই প্রক্রিয়াটির পরবর্তী ধাপ হল উদ্দেশ্যগুলো নির্ধারণ করা। প্রধান ঝুঁকি এবং সমস্যাগুলো শনাক্ত করার পরে (ধাপ), অগ্রাধিকার দিতে হবে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত জনসাধারণ এর ভেতর অন্তর্ভুক্ত সকল দলসমূহকে, বুঝতে হবে কে বা কারা তাদেরকে প্রভাবিত করছে এবং তারা কিভাবে যোগাযোগ স্থাপন করছে (ধাপ ২), স্বাস্থ্যবিধি প্রবর্তকদের সমাজের সাথে, প্রকৌশলীদের সাথে এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের (সরকার) সাথে একত্রিত হয়ে কাজ করতে হবে এবং নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে-

- সেখানে কি কোনো মোকাবিলা করার মত বিশেষ কৌশল বা পদ্ধতি আছে?
- সমাজ এর কি ধরনের সামর্থ্য আছে?
- অন্যদের মাধ্যমে আর কি ধরনের সহযোগিতা প্রদান করা দরকার?
- কি ধরনের সীমাবদ্ধতা বা ব্যবধান আছে সেগুলো কি কি?

স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলো স্বাস্থ্যবিধি আচরণ (মুখ্য সময়গুলোতে হাত ধোয়ার অভ্যাস বাড়ানো) এর সাথে সম্পর্কিত হতে পারে অথবা একটি সক্রিয় গুনক (সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার সুযোগ সুবিধার সহজলভ্যতা) তাই প্রকৌশলীদের এই প্রক্রিয়ার সাথে সংযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপ এবং রক্ষণাবেক্ষণ এর উদ্দেশ্যগুলো অবশ্যই পরিকল্পনার সাথে অন্তর্ভুক্ত হতে হবে (প্রভাবিত জনসাধারণকে টয়লেট এবং পানি এর রক্ষণাবেক্ষণ কাজে একত্রিত করতে হবে)।

স্বাস্থ্যবিধি আচরণ উদ্দেশ্যগুলো প্রণয়ন বলতে বোঝায় স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন কার্যক্রমের নির্দিষ্ট মাত্রা স্থাপন করা এবং চোখ রাখা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যেন জনসাধারণ সক্ষম হন তাদের আচরণ পরিবর্তনে। বিভিন্ন টার্গেট জনসাধারণের প্রতিবন্ধকতা কমানোর লক্ষ্যে (ধাপ ৪ হতে প্রাপ্ত বিশ্লেষণ) বিভিন্ন ধরনের উদ্দেশ্য এবং কর্মকাণ্ড স্থাপনের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ স্বাস্থ্য আচরণ কমানো এবং রোগব্যাধি কমানো সম্ভব। জরুরি অবস্থার সময় শনাক্তকৃত উদ্দেশ্যগুলো এবং IFRC PoA template প্রদত্ত উদ্দেশ্যগুলো ওয়াশ কার্যক্রমের ভেতর একটি ভাল সম্পর্ক স্থাপন করা যেতে পারে।

যে সকল উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রমগুলো স্বাস্থ্যবিধি প্রবর্তকদের দ্বারা মনোনীত হয়েছে সেগুলো একই রকম নাও হতে পারে কিন্তু ইহা স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন দলকে, ম্যানেজার, সুপারভাইজারদের স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়নের জন্য দিকনির্দেশনা এবং প্রয়োজনীয় কাঠামো প্রদান করতে সক্ষম। মাঝে মাঝে স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়নের উদ্দেশ্যগুলো NS Plans, IFRC PoAs or ERU Logical Frameworks এর জন্য সাধারণ, সংক্ষিপ্ত হতে পারে কিন্তু স্বাস্থ্যবিধি প্রবর্তকদের নিজস্ব উদ্দেশ্য পরিকল্পনা এবং ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ পরিকল্পনা তৈরিতে এই ধাপটি প্রবর্তক হিসেবে কাজ করে।

প্রশ্নঃ তুমি কি করবে যদি তুমি জ্ঞানের ঐ সকল উঁচু স্তর এর সন্ধান পাও কিন্তু স্বাস্থ্যবিধি ব্যবহারসমূহ এখনও অনিরাপদ? উদাহরণস্বরূপ-মানুষ জানে কিভাবে ডায়রিয়া স্থানান্তরিত হয় কিন্তু ঐ মুহূর্তে সময়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস করে না।

উত্তরঃ মূল কারণগুলো কে খুঁজে বের করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জ্ঞান এবং প্রক্রিয়া কখনো এক বিষয় নয়। ইহা হতে পারে সম্পদের অভাব এর কারণে (সাবান নাই)।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে কি কোনো পরিবর্তন হতে পারে? এমন হতে পারে জরুরি অবস্থায় পুরুষ ও মহিলা একই টয়লেট ব্যবহার করতে পারে, যা সাংস্কৃতিক দিক থেকে অগ্রহণযোগ্য। দ্রুততর মূল্যায়ন এর দ্বারা যে তথ্য সংগ্রহ করা হয় তা সাধারণত পরিষ্কার বা পর্যাপ্ত নয়, বিভিন্ন ধরণের মানুষ থেকে নানা ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করে অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করা এবং সেগুলো স্বাস্থ্যবিধি আচরণ উদ্দেশ্যগুলোর সাথে সমন্বয় করা হয়।

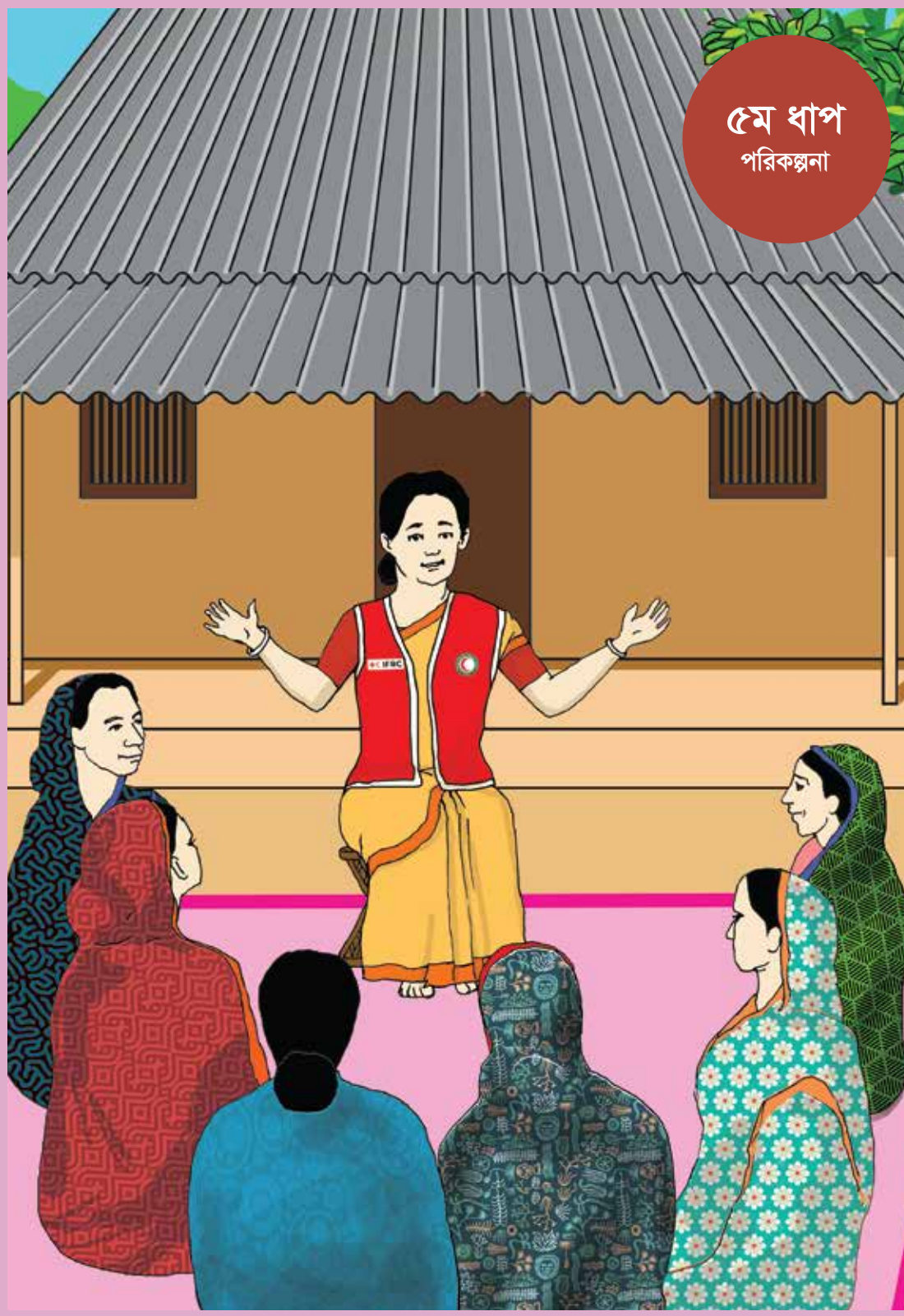
৫ম ধাপ
পরিকল্পনা

৫ম ধাপ: পরিকল্পনা

পরবর্তী ধাপ হল স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পন্ন করা, পূর্ববর্তী ধাপে যে সকল উপাদান শনাক্ত হয়েছে সেগুলাকে একত্রিত করেঃ প্রধান ঝুঁকিসমূহ (ধাপ ১) অগ্রাধিকার প্রাপ্ত টার্গেট গ্রুপ (ধাপ ২) প্রেরণাসমূহ/প্রতিবন্ধকতাসমূহ (ধাপ ৩) উদ্দেশ্যসমূহ (ধাপ ৪)। পঞ্চম ধাপ, পরিকল্পনা হল পূর্ববর্তী ধাপগুলোকে ভালভাবে ডকুমেন্টিং করা এবং একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা যা অন্তর্ভুক্ত করবে উপরের সকল উপাদানকে এবং সংযুক্ত করবে নিজ নিজ কাজের সাথে পদ্ধতি, যন্ত্র ও সম্পদকে (অর্থনৈতিক ও মানবীয় উভয়) এবং মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশন প্ল্যান।

স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন পরিকল্পনাকে স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন কর্মীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। এই পরিকল্পনাটি অনেক কার্যকারী হবে যখন স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন প্রবর্তকেরা অন্যান্যদের সাথে একত্রীত হয়ে কাজ করবে; প্রকৌশলীরা (যারা হার্ডওয়্যার এর নকশা ও বাস্তবায়ন করে যেমন-পানি ও ধৌতকরণের সুযোগ সুবিধা, টয়লেট), প্রভাবিত সমাজ, স্থানীয় সরকার এবং অন্যান্য সংস্থা, NS স্টাফ ইত্যাদি। বিভিন্ন টার্গেট গ্রুপের শনাক্তকৃত সমস্যাগুলো থেকে স্বাস্থ্যবিধি আচরণ উদ্দেশ্যগুলো নির্ধারিত হয়। এই উদ্দেশ্যগুলো পরিকল্পনার মূল ভিত্তি। সকল পদ্ধতি ও ধাপ নির্ধারিত হবে এ সকল উদ্দেশ্যগুলো অর্জনের লক্ষ্যে।

স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন কর্মীদের নিজস্ব স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন পরিকল্পনার উন্নয়নের দিকে বেশি লক্ষ্য রাখতে হবে কিন্তু সেই সাথে তাদেরকে প্ল্যানিং প্রসেস এর ক্ষেত্রেও অবদান রাখতে হবে। যেমনঃ

ক) লগফ্রেম সম্পন্ন করা অথবা অ্যাকশান প্ল্যান অব ওয়াশ অপারেশন, একত্রিত করা তাদের নিজস্ব স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং মনিটরিং প্ল্যান।

খ) Baseline survey এর প্রস্তুতি গ্রহণ।

গ) স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন কর্মী সংগ্রহ করা।

ঘ) পদ্ধতি, উপাদান ও যন্ত্রের নকশা করা।

ঙ) পদ্ধতি ও উপাদানের pilot এবং pre-test করা।

ক) মনিটরিং প্ল্যান এর মাধ্যমে লগফ্রেম সম্পন্ন করা

জরুরি ওয়াশ প্রোগ্রাম এর টুল হিসেবে ওয়াশ টিম এর সদস্যরা একটি ইনটিগ্রেটেড লগফ্রেম (অর্থাৎ হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার) অথবা প্ল্যান অব অ্যাকশান টুল হিসেবে সংগ্রহ করে প্রোগ্রামকে গাইড করার কাজে ব্যবহার করতে পারে। আরও অন্তর্ভুক্ত করতে পারে-স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, হার্ডওয়্যার নির্মাণাধীন কর্মকাণ্ড অর্থাৎ ওয়াশ সুযোগ সুবিধাসমূহ, যে কোনো ধরনের নন-ফুড আইটেম প্রয়োজন। একটি মনিটরিং প্ল্যান অবশ্যই এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন এটা প্ল্যানিং প্রসেস এর একটি অংশ হতে পারে।

মনিটরিং এর উপর ভিত্তি করে যে সকল নির্ণায়ক আছে সেগুলোর কি ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন এবং কাদের মাধ্যমে তার পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। নির্ণায়কের সম্পূর্ণ তালিকাটি এখানে উপস্থাপন করা হল। নির্ণায়কগুলোকে অবশ্যই পরিমাপযোগ্য, সুনির্দিষ্ট, প্রাসঙ্গিক, সময় উপযোগী এবং প্রয়োজনীয় (SMART) হতে হবে। নির্ণায়কগুলো আউটপুট ও আউটকাম এর সাথে সংযুক্ত হতে হবে, ইনপুট এর সাথে নয়। প্রসঙ্গের সাথে তাল মিলিয়ে নির্ণায়কগুলোর নির্বাচন ও পরিমাপ করার পদ্ধতি পরিবর্তন হবে। কিন্তু প্রতিটি নির্ণায়ক এর একটি করে টার্গেট গ্রুপ থাকবে। যে কোন ধরনের জাতীয় মান এবং কর্মক্ষেত্রের মানের সাথে ভিত্তি করে নির্ধারিত হবে নির্ণায়কগুলো। পরিবর্তনগুলো পরিমাপ করার জন্য মনিটরিং করা হবে যেহেতু এগুলো ঘটতেও পারে নাও পারে তাই কাজের পরিবর্তন সময়ের সাথে হওয়া দরকার। মনিটরিং প্ল্যান বিভিন্ন ধরনের সাধারণ টুল ব্যবহার করে মনিটরিং করা যায়, তাই ভিন্ন মাত্রায় তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব।

একটি logframe অংশবিশেষের উদাহরণ (BRC MSM নোটবই থেকে)

ফলাফল	নির্ধারকসমূহ	তথ্য প্রতিপাদনের ক্ষেত্রে সহায়ক
নির্ধারিত জনগোষ্ঠীর মধ্যবর্তী পুরুষ,নারী এবং শিশুদের পয়:নিষ্কাশন এবং পয়:নিষ্কাশন সংক্রান্ত সুবিধাগুলোর ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ও সর্বাধিক ব্যবহারের সুযোগ থাকা এবং নিজেদের গণস্বাস্থ্য ঝুঁকি মোকাবেলায় সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারা।	• প্রথম ফেজ শেষ হওয়ার আগে সকল বাড়ি এবং পানি সরবরাহ কেন্দ্রসমূহ যে সকল এলাকায় চিহিত তার মিটারের ব্যাসার্ধের ভেতর মলমূত্রাদি না পাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। • প্রথম ফেজ শেষ হওয়ার আগে নির্ধারিত জনগোষ্ঠীর x% জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা থাকবে। • তাৎক্ষনিক তৎপরতাই x% পায়খানা পরিষ্কার পাওয়া যাবে । • প্রথম ফেজ শেষ হওয়ার আগে নির্ধারিত জনগোষ্ঠীর x% সাবান/বৈকল্পিক কিছু দিয়ে হাত ধুবে এই বিষয় নিশ্চিত করা।	• কিছু আবিষ্কারের স্বার্থে হেঁটে তৈরি করা রিপোর্ট। • ফোকাস গ্রুপ আলোচনা। • অন্যান্য সংস্থাসমূহ থেকে পাওয়া তথ্য। • জরিপ করা। • স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পর্যবেক্ষক উপকরণসমূহ।

খ) ভূমিরেখা জরিপঃ

টার্গেট গ্রুপ এবং অনুষ্ঠান পরিকল্পনার মেলবন্ধন করার মাধ্যমে ভূমিরেখা জরিপ করা যায়, এবং এর মাধ্যমে বর্তমান অবস্থা নির্ধারণ করা যায় এবং কতিপয় কর্মকাণ্ডের প্রভাব বোঝা সম্ভব হয়। এটাই হবে স্বাস্থ্যবিধি প্রচারণা কর্মসূচি পর্যবেক্ষণের প্রারম্ভিক বিন্দু। পরিকল্পনাকালে চিহ্নিত নির্ধারকসমূহের উপর ভিত্তি করেই ভূমিরেখা জরিপ এর অগ্রগতি হবে। ভূমিরেখা জরিপ ও শেষ পর্যায়ের জরিপের প্রশ্নাবলিই নেওয়া পদক্ষেপের ফলাফল পর্যবেক্ষণের ভিত্তি তৈরি করবে। ভূমিরেখা জরিপে আলাদা ভাবে লিঙ্গ, বয়স, প্রতিবন্ধকতার সাথে সমাজ/জাতি ভিত্তিক তথ্য থাকা উচিত যদি তা প্রাসঙ্গিক হয়।

জরুরি অবস্থায় স্বাস্থ্যবিধির প্রচারণায় ওয়াশ নির্দেশিকাসমূহঃ

গৃহভিত্তিক সাক্ষাৎকারের জন্য প্রশ্নাবলি তৈরি করা ভূমিরেখা প্রশ্নাবলি তৈরি করা হয় নির্ধারকসমূহের উপর ভিত্তি করে। শুধুমাত্র সে সকল পরিবর্তনসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় যেগুলো কিনা অর্জনের প্রত্যাশা আছে- প্রতিটা প্রশ্নই একটা নির্ধারকের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকা উচিত। যখনই সম্ভব পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাও ব্যবহার করতে হবে (যেমন-পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা, হাত ধোয়ার স্থান অথবা পায়খানার সার্বিক অবস্থা) এবং যে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে মানুষ পছন্দ করেনা সে গুলোর উত্তর হ্যাঁ/না তে নিতে হবে। প্রশ্নাবলি তৈরি করা উচিত সহজ ও ছোট করে, আনুমানিক ১০-১৫ টি প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে। নিশ্চিত করতে হবে যে প্রশ্নাবলি একটা নির্ধারিত ধারায় তৈরি এবং যদি উল্টা দিক থেকে ঐ একই ধারা অনুসরণ করা হয় তবে কাঙ্খিত প্রশ্নাবলিতে পৌঁছানো যাবে। সম্ভব হলে ডিজিটাল ভ্রাম্যমাণ জরিপ করা যেতে পারে।

নমুনা নির্ধারণঃ

সাধারণ চিন্তাব্যথিত/random নমুনা ব্যবহারই শ্রেষ্ঠ পদক্ষেপ কারণ সে ক্ষেত্রে নমুনা কাঠামোর প্রত্যেকটা বিষয় নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা সমান থাকে। সকল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর জন্য প্রায় ১৫০ গৃহস্থলীর সাধারণ নমুনাই পর্যাপ্ত হওয়া উচিত। যদি সাধারণ নমুনা ব্যবহার না করা হয় তবে নমুনা সংখ্যা বাড়াতে হবে। নমুনা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সব থেকে সাধারণ পদক্ষেপ হল স্থানীয় বন্টিত নমুনা দিয়ে শুরু করা। নমুনা নির্ধারণের ক্ষেত্রে অধিক তথ্য ও নির্দেশনার জন্য IFRC ERU-MSM নমুনা প্রমাণপত্র হিসেবে দেখা যেতে পারে।

জরিপ বাস্তবায়নঃ

কর্তৃপক্ষ/সামরিক বাহিনীর অনুমতি নিয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে জানিয়ে ও তাদের সম্মতির মাধ্যমে NS এর সাথে কাজ করে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নিকট প্রবেশাধিকার অর্জন করা। কতিপয় কর্মকাণ্ডের যৌক্তিকতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। স্বেচ্ছাসেবী দল অথবা নির্দৃষ্ট জনগোষ্ঠীকে জরিপে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমেও যে তারা কোন রকম ঝুঁকিতে পড়বে না তা অবশ্যই নিশ্চিত করা। প্রশ্নাবলি নামবিহীন হওয়া উচিত। কর্মরত দল যে গুণগত ও মাত্রিক উভয় তথ্য সরবরাহের পাশাপাশি তারা এ কাজটি বুঝে করছে ও সম্পৃক্ততার সাথেই করছে তা নিশ্চিতকরণ। গৃহভিত্তিক সাক্ষাৎকারের জন্য চিন্তা করা উচিত যে কাকে প্রশ্ন করা ঠিক হবে-গৃহপ্রধানকে, টাকার বিনিময় সেবা প্রদানকারীকে অথবা ১৫-৪৯ বছরের শিশু বা নারীকে?

প্রতি N সংখ্যক গৃহের নমুনাকরণ।

N= নমুনা ব্যবধান

=(n সংখ্যক গৃহসমূহ/ সমগ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভাড়া নেওয়া মোট বাসস্থান),

=(n সংখ্যক গৃহসমূহ/ সেসকল বাসস্থান যেগুলোর নমুনা করা প্রয়োজন)

লক্ষ্যবিহীন সূচনাতে এলোমেলো ভাবে ১ এবং ঘ এর ভেতরের সংখ্যা নেওয়া হয়।

জরিপটা এমনভাবে পরিচালনা করতে হবে যেন প্রশ্নাবলি পরিষ্কার ও সঠিক হয় এবং নমুনা পদ্ধতিটি যথার্থভাবে কাজ করে। ব্যবহৃত পদ্ধতিটি নথি করতে হয় যাতে করে শেষ পর্যায়ের জরিপটির জন্য ও একই পদ্ধতি অনুসরণ করা যায়। শেষ পর্যায়ের জরিপটি যতটুকু যৌক্তিকভাবে করা সম্ভব করতে হবে যাতে করে সেটা হয় ভূমিরেখা জরিপের পুনরাবৃত্তি; একই প্রশ্নাবলি ও নমুনাকরণ পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে-এমনকি কোন ভুল থাকলেও তারই পুনরাবৃত্তি করতে হয়! ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া দলিল করে তা দল, ব্যবহারকারী (ওয়াশ দল, NS অন্যান্য সংস্থানসমূহ) এবং সংক্রমিত জনগোষ্ঠীকে দেওয়া।

গ) স্বাস্থ্যবিধি প্রচারণা দলের নিয়োগঃ

স্বাস্থ্যবিধি প্রচারণা কর্মসূচীতে যথার্থ স্বাস্থ্যবিধি প্রচারণা কর্মচারী এবং স্বেচ্ছাসেবকদেরকে নির্ধারণ করা গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যমান NS স্বেচ্ছাসেবক ব্যবস্থা পর্যাপ্ত হলেও হতে পারে, প্রাসঙ্গিক ভাবে ও কিন্তু এমনও হতে পারে জরুরি সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে, দলের আরো সমৃদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন।

স্বাস্থ্যবিধি প্রচারণা দলের গঠন কেমন হবে তা প্রসঙ্গের উপর নির্ভর করে, যেমন-জরুরি অবস্থার আকার, ধারণ ক্ষমতা, প্রয়োজন, ঝুঁকি, ERU দলের উপস্থিতি। একটা মডেলঃ

- **স্বাস্থ্যবিধি প্রচারণা সমন্বয়কারী:-** (এটা হতে পারে একজন ERU প্রতিনিধি, অথবা NS থেকে কেউ একজন।)
- **স্বাস্থ্যবিধি প্রবর্তকঃ-** যে দলকে পরিচালনা করে।
- **স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সংগঠকেরা/প্রচারণা কর্মচারীসমূহঃ-** যারা ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অংশ, তারা স্থানীয় পর্যায়ের স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে কাজ করে।
- **স্থানীয় পর্যায়ের স্বেচ্ছাসেবকঃ-** স্থানীয় জনগোষ্ঠীতে থাকা কমিটির সাথে কাজ করে যেমন-ওয়াশ কমিটি। প্রত্যেক পর্যায়ের কর্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবকসমূহের সংখ্যা নির্ভর করবে প্রসঙ্গের উপর; যদি স্থানীয় পর্যায়ে জনগোষ্ঠীর অধিক অংশ বেশি ঝুঁকিতে থাকে, তবে অধিক স্বেচ্ছাসেবকসমূহ লাগবে। কিন্তু পরিকল্পনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সাধারণত ৭-১০ জনের সমন্বয়ে দল তৈরি করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।

কিছু NS তে স্বেচ্ছাসেবক পরিচালনা নীতি আছে। ঐ সকল নীতিতে জরুরি সাড়াপ্রদানের জন্য বিশেষ বিভাগ থাকতে পারে, কিন্তু সাধারণত তারা প্রতি পদক্ষেপের জন্য নির্দেশিকা দিয়ে থাকে প্রতি সপ্তাহে তারা কতদিন কাজ করবে, স্বেচ্ছাসেবীদের প্রকারভেদের উপর, নিয়োগের ক্ষেত্রে, জবাবদিহিতা চাওয়ার তরিকার উপর ও অনুপ্রেরণা প্রদানের ক্ষেত্রে।

সকল কর্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ ও বাছাইকরণের আগে তাদের পারিশ্রমিক এবং ভর্তুকির ব্যাপারে ঐ একই এলাকায় কর্মরত IFRC এবং অন্যান্য RCRC দলের সম্মতি দিতে হবে। এটা NS এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারদের মাধ্যমে নির্ধারিত হওয়া উচিত যারা ঐ এলাকায় কর্মরত অন্যান্য সংস্থার সাথে জড়িত। জবাবদিহিতার কাঠামো বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিধি প্রচারণা কর্মসূচিতে স্বেচ্ছাসেবক পরিচালনা নীতি ব্যবহারযোগ্য হতে পারে।

সকল কর্মচারী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়োগের পূর্বে, সকল অংশীদারদের সম্মতিতে NS দ্বারা স্বচ্ছ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি তৈরি করা উচিত। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে থাকা উচিত আদর্শ গুণাবলী ও দক্ষতার তালিকা এবং একই সাথে অনুবাদকরণের যোগ্যতারও উল্লেখ থাকা উচিত যেটা নির্ভর করবে তার কর্মক্ষেত্রের উপর যেমন যদি সে কাজ করে এমন প্রেক্ষাপটে যেখানে অন্য দেশের উদ্বাস্তুদের নিয়ে কাজ হয়। জরুরি সাড়াপ্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায় থেকে আদর্শ যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবকদেরকে পাওয়া অনেক সময় কঠিন হয়। স্বাস্থ্যবিধি প্রচারণা দলের কর্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবকদেরকে নির্ধারণের ক্ষেত্রে General IFRC guidelines on volunteer and youth engagement পাওয়া যায় এখানে।

ঘ) স্বাস্থ্যবিধি প্রচারণার পদ্ধতি, সরঞ্জাম এবং উপকরণের রূপরেখা অঙ্কন:

পদক্ষেপ ও পদ্ধতি নির্ধারণ:

স্বাস্থ্যবিধি প্রচারণায় সব থেকে গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপ ও পদ্ধতি নির্ধারণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, হার্ডওয়্যার সংক্রান্ত সুযোগসমূহ ও প্রসঙ্গের উপর ভিত্তি করে নিশ্চিত করতে হবে যে এগুলোই নির্ধারিত জনগোষ্ঠীর জন্য সর্বাপেক্ষা সঠিক হার্ডওয়্যার। ধাপ ৩ এ উদ্যোগ গ্রহণকারী ও প্রদর্শনকারীদের বিশেষনায় প্রচারনা পদক্ষেপ/পদ্ধতির নির্ধারণ সংক্রান্ত তথ্য এবং সমর্থনকারী IEC উপকরণসমূহ ও বার্তাসমূহের উন্নতি বিষয় তথ্য থাকতে হবে। এইটা গুরুত্বপূর্ণ যে পদক্ষেপটি মনোযোগ করবে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সক্রিয় করতে, তাদের সাহায্য করবে স্থানীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে এবং কর্মকাণ্ডসমূহ বাস্তবায়নে তাদের সহযোগিতা করতে। এ সকল কর্মকাণ্ডের পরিবর্তে যদি সাধারণভাবে এমন করা হয় যে 'আমরা স্বাস্থ্যবিধি প্রচারণা করছি' যেটা প্রয়াস ভাবান্তর করে যে স্বাস্থ্যবিধি প্রচারকসমূহ আদর্শ তথ্য সংক্রান্ত শিক্ষা দেয় যেটা আবার এই ধরনের মনোভাব তৈরি করে যে তারা বেশি জানে, এসব কারণে পদক্ষেপটা ঐভাবে সঠিক হয় না। মহিলা ও অন্যান্য দূর্দশাগ্রস্থ শ্রেণি (মানুষ যারা শারীরিকভাবে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার শিকার এবং হিজড়া ইত্যাদির) সাথে আলাদাভাবে পরামর্শ করা দরকার হতে পারে কারণ তারা বৃহৎ অংশের সাথে কথা বলতে রাজি নাও হতে পারে।

স্বাস্থ্যবিধি প্রচারণায় পরিকল্পনা পদ্ধতির মূলবিষয়সমূহ:

- স্বাস্থ্যবিধি প্রচারণায় গ্রহণকৃত পদ্ধতিসমূহ যে স্বাস্থ্যবিধি আচরণ সংক্রান্ত উদ্দেশ্য অর্জনের সাথে যথার্থভাবে সাড়াপ্রদান করবে তা নিশ্চিতকরণ (ধাপ ৪ এ), যেটা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যের এবং মূল্যায়নের থেকে পাওয়া চিহ্নিত ঝুঁকিসমূহের সাথে প্রাসঙ্গিক।

- পদ্ধতিটি যে সংক্রমিত ও সহায়তা প্রদানকারীদের যথার্থভাবে প্রসঙ্গের সাথে বিবেচনা করে তৈরি তা নিশ্চিতকরণ (ধাপ ৩), মূল্যায়নে পাওয়া ফলাফলের উপর ভিত্তি করে যেটার লক্ষ্য স্বাস্থ্যসম্মত আচরণের জন্য অনুপ্রাণিত করা।

- বিভিন্ন ধরণের পদ্ধতির সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থাপনার উপকরণসমূহের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, যা ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন-সচেতনতা বৃদ্ধি, জ্ঞান বিতরণ, অনুপ্রেরণা দান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি ।

- **২ নং ধাপে নির্ধারিত লক্ষ্য-গোষ্ঠীর উপর মনোযোগ নিবন্ধনকরণ:**

  পদ্ধতি, উপকরণ, উপাদান নির্ধারণ করার সময়, টার্গেট গ্রুপের কথা বিবেচনা করে, তাদের পরিস্থিতির জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত পদ্ধতি এবং সরঞ্জামসমূহ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে এলাকাবাসীকে অন্তর্ভুক্তকরণ।

  জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি বিবেচনার মাধ্যমে বিভিন্ন লক্ষ্য-গোষ্ঠীসমূহের জন্য যথাযথ পদ্ধতি নির্বাচন করা প্রয়োজন। যেমন-পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের ডায়রিয়ার রোগের ঝুঁকি বেশি থাকে, তাদের মা, পরিবারবর্গ এবং যত্নকারীদের (care-giver) সচেতনতা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে দিনের কিছু নির্দিষ্ট সময়ে সঠিকভাবে হাত ধোয়ায় মনোযোগী করা প্রয়োজন; উদাহরণস্বরূপ-শিশুকে খাওয়ানোর আগে ও টয়লেট ব্যবহার করার পরে। এছাড়াও, শিশুদের বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মে (খেলা, পুতুল নাচ, শিশু উপযোগী নাটক ইত্যাদি) অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে হাত ধোয়া বিষয়ে সচেতন করে তোলা প্রয়োজন। সাপ-লুডু শিশুদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি খেলা, এই খেলার মাধ্যমে হাত ধোয়া বিষয়টি আকর্ষণীয় করে তোলা সম্ভব। যেমন-সাপের নিচের দিকে পরিভ্রমণকে সমস্যা (খোলা জায়গায় মল-মূত্র ত্যাগ) এবং উপরের দিকে গমনকে ভাল অভ্যাসের (সঠিক সময়ে হাত ধোয়া) সাথে তুলনা করা যায়।

- **অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির উপর মনোযোগ নিবন্ধনকরণ:**

  স্বাস্থ্যবিধি প্রচারের জন্য সকল পদ্ধতিতে 'স্বাস্থ্যবিধি বার্তা' ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। উদাহরণস্বরূপ, থ্রি পাইল সর্টিং পদ্ধতিতে বার্তা প্রেরণের পরিবর্তে বিতর্ক তৈরির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়। এই পদ্ধতির লক্ষ্যই হল সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং এলাকাবাসীর সাথে কাজ করার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সম্ভাব্য সমাধানগুলো নিয়ে সম্মত হওয়া।

যোগাযোগের জন্য উপযুক্ত পন্থা নির্ধারণঃ

- একটি বিশ্বস্ত পন্থার মধ্য দিয়ে যোগাযোগের সূচনা হওয়া আবশ্যক। এই পন্থা হতে পারে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা কোন জনপ্রিয় মাধ্যম যা মানুষ বিশ্বাস করে (এই তথ্যটি ধাপ ২ এ সংগৃহীত করা হয়) যা তথ্য/ক্রিয়াকলাপের ভেদে নির্দিষ্ট হতে পারে।

- পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট তথ্যাবলি পৌঁছানোই উত্তম। উদাহরণস্বরূপ-সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে বেশিরভাগ পরিবার রেডিও ব্যবহার করে থাকে, তবে এটি কেবল পরিবারের কয়েকজন সদস্য দ্বারা ব্যবহৃত হতে পারে অর্থাৎ, শুধুমাত্র রেডিও দ্বারা সব বয়সী মানুষের নিকট পৌঁছানোর মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি সম্ভব নয়।

- লক্ষিত গোষ্ঠীর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা অনিবার্য। উদাহরণস্বরূপ-স্কুল পড়ুয়া ছাত্রদের নিকট পুতুল নাচ অথবা নাটক প্রদর্শন করে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করাই যথাযোগ্য।

- ভিন্ন ভিন্ন এলাকার সংস্কৃতি ভিন্ন ভিন্ন। প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে উপযুক্ত উপায় নির্ধারণের মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করাই শ্রেয়। উদাহরণস্বরূপ-নাচ এবং গানের উপযুক্ত স্থানের উপর নির্ভরশীল।

- সম্পূর্ণ কার্যক্রমটি উপভোগ্য এবং অংশগ্রহণমূলক করে পরিচালনা করা অনিবার্য। জনসাধারণ যেন এই কার্যকলাপটির বিভিন্ন পর্যায়ে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জড়িত থেকে উপভোগ করতে পারে এবং তথ্য নিয়ে আলোচনা করতে সক্ষম হতে পারে যাতে করে দ্বি-পার্শ্বিক যোগাযোগের মত পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যায়।

সঠিক স্থান নির্বাচনঃ

স্কুলঃ শিশুদের জন্য উপযুক্ত

কমিউনিটি সেন্টারঃ জনসমাবেশের জন্য উপযুক্ত

শান্ত পরিবেশঃ ফোকাস গ্রুপ আলোচনার জন্য উপযুক্ত।

- স্বাস্থ্যবিধি প্রচার পদ্ধতি সাথে হার্ডওয়্যারের সমন্বয় সাধনের জন্য প্রকৌশলীদের সাথে একত্রে কার্য সম্পাদন করা প্রয়োজন। প্রকৌশলীদের সাথে একত্রিত হয়ে এলাকার সক্রিয় গ্রুপগুলোর সাথে কাজ করার মাধ্যমে সফলতা অর্জন সম্ভব। যেমন-ওয়াশ কমিটিগুলো এলাকাবাসীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে কাজের অগ্রগতি জোরদার এবং উন্নত করে; এছাড়াও সুবিধাগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ, এগুলোর মালিকানা এবং স্থায়িত্ব নিয়েও কাজ করে থাকে।

স্বাস্থ্যবিধি প্রচার পদ্ধতিগুলোর বিস্তৃত পরিসর রয়েছে যা এখানে ছয়টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। নিম্নোক্ত তালিকায় বর্ণিত ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতির সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে একটি এলাকার সমস্ত সেক্টরে প্রচারণা পৌঁছানো সম্ভব। নিম্নে গোষ্ঠীগুলো উল্লেখিত হলঃ

গণমাধ্যমের মাধ্যমেঃ গণযোগাযোগ (টিভি, রেডিও, এসএমএস, সোশ্যাল মিডিয়া, লিফলেট ইত্যাদি)	গণমাধ্যম ব্যবহার এবং এলাকার সক্রিয় গ্রুপগুলোর সাথে একত্র হয়ে প্রচারণা ও তাদের প্রবেশাধিকার সম্পর্কে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। মোবাইল ফোনের ব্যবহার সাধারণ জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় হলে মোবাইল টেক্সটের মাধ্যমে দ্রুত বার্তা প্রেরণ করা সহজ হবে, **উদাহরণঃ** কলেরা রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি। গণযোগাযোগ প্রতিক্রিয়া প্রথম পর্যায়ে সহায়ক হতে পারে, দ্বিমুখী প্রক্রিয়ায় এলাকাবাসীর সাথে কাজ করার উপর আরো জোর দেওয়া অনিবার্য। পারস্পরিক যোগাযোগ অন্তর্ভুক্তকরণ প্রয়োজন। গণমাধ্যম ব্যবহারের কিছু উত্তম দৃষ্টান্ত এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
কমিউনিটি কার্যক্রমঃ কার্যক্রমের মাধ্যমে যোগাযোগ (উদাহরণ নাটক/মাইম, গান, কাহিনী, চলচ্চিত্র ইত্যাদি)। হাত ধোয়ার মতো কি পরিচ্ছন্নতা ও হাত ধোয়ায় মনোযোগ নিবদ্ধ করে কমিউনিটি কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সফলতা আনা সম্ভব। বিশেষ করে শিশুদের আগ্রহী করে তোলার জন্য এরূপ ক্রিয়াকলাপ কার্যকারি যেমন-পুতুল নাচ, নাটক ইত্যাদি।	একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল থেকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে দল গঠন, তাদের প্রশিক্ষণের সুযোগ দান এবং ঐ অঞ্চলকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকায় বিভক্ত করে সেসব এলাকায় বিনোদন অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়। এছাড়াও, গানের-আসর আয়োজনের মাধ্যমেও সচেতনতা বৃদ্ধি সম্ভব। কমিউনিটি কার্যক্রমের কিছু উত্তম দৃষ্টান্ত এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গ্রুপ কার্যক্রম: (**উদাহরণ:** পোস্টার এবং ফ্লিপ চার্ট, এফ-ডায়াগ্রাম/ডায়রিয়া ট্রান্সমিশন, কমিউনিটি ম্যাপিং, থ্রি পাইল সর্টিং, পকেট চার্ট ভোটদান, বোর্ড গেমস, শিক্ষা দানে ব্যবহৃত চিত্র অথবা ফিল্ম; সবগুলো কার্যক্রম আলোচনার উপর নির্ভরশীল।	প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যবিধি প্রবর্তক এবং এলাকার উদ্যোক্তারা কার্যকলাপ এবং প্রসঙ্গের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ধরণের এবং আকারের গোষ্ঠীর সাথে কাজ করে। এদের মধ্যে বেশিরভাগই PHAST Ges CLTS টুল-কিটগুলো থেকে নেওয়া হয় (PHAST Ges CLTS এর তথ্যের জন্য নিচে দেখুন), তবে প্রক্রিয়ার অভিযোজন ক্ষমতা থাকা আবশ্যক; যেন প্রক্রিয়া গতি দ্রুত হতে হবে।
এলাকার সফল, প্রভাবশালী 'চ্যাম্পিয়নদের' শনাক্তকরণ এবং তাদের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন।	কোন পরিবার/ব্যক্তি যারা এলাকার মধ্যে প্রভাবশালী এবং যাদের ইতিবাচক স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত জ্ঞান ও আচরণ অন্যান্য এলাকাবাসীর নিকট উদাহরণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য। এলাকার 'চ্যাম্পিয়ন' এর মাধ্যমে ইতিবাচক আচরণ প্রচারণা করার জন্য আহ্বান জানানো যেতে পারে।
ব্যক্তিগত যোগাযোগ: বাড়ি বাড়ি যাওয়ার মাধ্যমে গ্রুপ আলোচনা	স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া (উদাহরণ-ন্যাশনাল সোসাইটি স্বেচ্ছাসেবক), এলাকার উদ্যোক্তা, নেতা এবং ধর্মীয় নেতাদের ইত্যাদি।
অবচেতন মনোযোগ আকর্ষণ:	অবচেতন মনোযোগ আকর্ষণ মূলত পরিবেশগত ইঙ্গিতসমূহ যা অচেতন মনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করে আচরণে পরিবর্তন আনে। উদাহরণস্বরূপ-(১) ল্যাট্রিনগুলো সাথে হ্যান্ডওয়াশিং স্টেশনকে নিদৃষ্ট, বাঁধানো এবং উজ্জ্বল রঙে রাঙানো পথের মাধ্যমে সংযুক্ত করা; এবং (২) হাত ধোয়ার স্টেশনগুলো ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নির্দিষ্ট বাঁধানো ফুটপাথের উপর উজ্জ্বল রঙে পদচিহ্ন আঁকানো এবং হাত ধোয়ার স্থানে হস্তচিহ্ন আঁকানো; (৩) হাত ধোয়ার স্থানে আয়নার ব্যবস্থা করা।

ন্যাশনাল সোসাইটি দ্বারা ব্যবহৃত বিদ্যমান এবং বর্তমান পদ্ধতিসমূহ:

এনজিও এবং স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের দ্বারা পরিচিত এবং ব্যবহার করা স্বাস্থ্যবিধি প্রচার পদ্ধতিগুলো সহজলভ্য করা সহজ। এই পদ্ধতিগুলো মেনে নেওয়ার সুবিধা হল যে স্বেচ্ছাসেবকদের/ন্যাশনাল সোসাইটি পদ্ধতিগুলো (স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন কমিয়ে দেওয়া) সম্পর্কে জ্ঞান থাকবে এবং তারা বিদ্যমান স্বাস্থ্যবিধি প্রচার উপকরণ (এলাকার সংস্কৃতির সাথে অভিযোজিত) ব্যবহার করতে পারবে এবং কার্যক্রমের গতি দ্রুত হবে (প্রাক পরীক্ষার প্রয়োজন কম সময়)। যাই হোক, সাধারণত এই পদ্ধতিগুলো দীর্ঘ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে, যা প্রতিক্রিয়া দ্রুত হতে হলে জরুরি অবস্থায় উপযুক্ত নয়; তাই, সরঞ্জাম ও উপকরণসমূহ সময়োপযোগী হওয়া প্রয়োজন।

সিএলটিএস (CLTS): কমিউনিটি লেড মোট স্বাস্থ্যবিধি (সিএলটিএস) গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলোতে বিপর্যয়ের পর সৃষ্ট 'ঘৃণা' এবং এর থেকে সৃষ্টি আঘাত দূর করে ক্ষয়ক্ষতির অবসান ঘটাতে অনেক NS দ্বারা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি। এটি এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশগুলোর সরকারী নীতি এবং এনএসএসগুলো এটি ব্যবহার করে। CLTS এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য কোনও বিপর্যয়ের পরে আঘাতপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীকে কাজে সক্রিয় করে তোলা নয়। একইভাবে, নেতিবাচক চিত্র এবং ধারনাগুলো সাবধানতার সাথে ব্যবহার করা উচিত বিশেষত যদি প্রধান বাধা যদি পরিসেবার ঘাটতির সাথে সংযুক্ত থাকে।

PHAST: ডায়রিয়া রোগ কমাতে এবং পানি ও স্বাস্থ্যবিষয়ক সেবার জন্য সঠিক সমাজ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে Participatory Hygiene and Sanitation Transformation (PHAST) অভিগমনের মূল লক্ষ্য হল স্বাস্থ্যবিধি আচরণে উন্নতিকরণ। উপায়গুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে জনসাধারণের তাদের নিজস্ব প্রকল্পে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, তাদের প্রয়োজনীয় সেবা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জনসাধারণের ক্ষমতায়ন এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং সেই সাথে এই প্রক্রিয়ার উন্নতি বা রক্ষা করাও এই নীতির অন্তর্ভুক্ত। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এবং বাস্তবায়নের সময় অংশগ্রহণকারী দলের ক্রিয়াকলাপ হিসাবে PHAST এর সরঞ্জামগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে। একটি গোষ্ঠীকে তাদের পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য একত্রে কাজ করায় উদ্বুদ্ধ করনে Community Action Plans একটি সঠিক প্রক্রিয়া হতে পারে।

আক্রান্ত সমাজের সাথে তথ্য ভাগাভাগি:

প্রচার না করে-ভাববিনিময় করা:

সংবাদের মাধ্যমে তথ্যের ব্যাপক প্রচার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসঠিক হয়। এক্ষেত্রে দ্বি-মুখী ভাববিনিময় অধিকতর সঠিক হবে। জনসাধারণের সাথে ভাববিনিময়ের মাধ্যমে এই কার্যক্রমে তাদের সংশ্লিষ্ট হওয়ার এবং আলোচনা করার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রমের সংযুক্তকরণ (যেমন ম্যাপিং) ব্যবহারিক তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে, যা স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ঝুঁকি চিহ্নিতকরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে আক্রান্ত সমাজকে সক্ষম করে।

স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত বার্তা অনেক সময় মুদ্রিত উপকরণ হিসাবে অধিক বোধগম্য হয় যা, চিত্রলেখ সংক্রান্ত বার্তা অন্তর্ভুক্ত করে (যেমন লিখন বা চিত্র)। স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত বার্তা মুদ্রিত উপকরণ অপেক্ষা অধিক অর্থবহ হয়। সকল স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত প্রচারমূলক কার্যক্রম একটি কেন্দ্রীয় বার্তাকে ঘিরে গঠিত হয়। এমনকি অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রমসমূহ যেমন-ম্যাপিং সর্বদা একটি বিষয় বা বার্তাকে ভিত্তি করে গঠিত হয় (টয়লেটের ব্যবহার, খোলা স্থানে মলত্যাগ করা যাবে না)। স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত বার্তা সাধারণত চিহ্নিত জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা থেকে প্রাপ্ত হয়।

যেহেতু মুদ্রিত এবং চাক্ষুষ উপকরণসমূহ সবসময়ই স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত প্রচার কার্যক্রমের একটি অংশ তাই জরুরি সময়ে এটি বুঝতে পারা গুরুত্বপূর্ণ যে কিভাবে বার্তাসমূহ পেশাগতভাবে সৃষ্টি করা যাবে। কিছু পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দ্বারা বার্তা প্রদান করা হবে এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রচারকদের মুদ্রিত বার্তাসমূহ পরিবর্তনের জন্য একটি ছোট কক্ষ বা ঘর প্রদান করা হবে।

যাহোক, ঐ সকল পরিস্থিতিতে যখন বার্তাসমূহ পরিবর্তন হতে পারে এবং প্রেক্ষাপটের সাথে অভিযোজিত করতে একটি সংক্ষিপ্ত বার্তা তৈরী করার জন্য স্বাস্থ্যবিধি প্রচারকদের সুপারিশ করা হয়: ইহা ধারণা বিকশিত করতে সাহায্য করে, বার্তাসমূহের নৈপুণ্য আনে এবং মধ্যবর্ত্তিতার জন্য উপকরণ প্রস্তুত করে।

সংক্ষিপ্ত বার্তা নিম্নরূপ হতে হবে:

সাধারণ: সাধারণ শব্দ এবং বাক্য ব্যবহার করতে হবে যা সচরাচর আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যেন মানুষ সহজে বুঝতে পারে। মনে রাখতে হবে, তুমি যেটা বলবে সেটা বলার ধরনের ভিন্নতার কারনে পৃথক কোন অর্থ প্রকাশ করতে পারে। একই সময়ে অনেক তথ্য একসাথে মানুষকে প্রদান করা যাবে না। বার্তা অবশ্যই প্রসঙ্গ এবং পরিস্থিতির উপরে নির্ভর করবে।

নির্দেশনা বা ফরমাস অনুযায়ী তৈরি: কৃষ্টি সম্পর্কিত প্রসঙ্গ এবং প্রকৃত স্বাস্থ্যবিধি সমস্যা উভয় ক্ষেত্রে এমন বার্তা ব্যবহার করতে হবে যা অবশ্যই ফলপ্রসূ হবে এবং যে বার্তাসমূহ আপত্তিকর বা অপমানকর হবে না। স্বাস্থ্যবিধি বিষয়সমূহ প্রজাতির বৈশিষ্ট্য সূচক হতে পারে। প্রতিক্রিয়ার প্রত্যেক ধাপে তথ্যসমূহ নির্দেশনা বা ফরমাস অনুযায়ী হওয়া প্রয়োজন এবং হার্ডওয়্যারের উন্নয়নের সমান্তরালে তথ্যসমূহের উন্নতি হওয়া প্রয়োজন।

বিশ্বাসযোগ্যতা: যেসব তথ্য বা পরিবর্তনগুলো তুমি প্রচার করতে চাও সেগুলো অবশ্যই সঠিক হওয়া প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, তুমি যদি দেখ সেখানে ব্যবহারযোগ্য কোন সাবান নাই, তাহলে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার উপকারিতা সম্পর্কে জানাতে পারো এবং তাদেরকে সাবান ব্যবহার করায় উৎসাহিত করতে পারো।

সঠিক এবং সঙ্গতিপূর্ণ: সঙ্গতিপূর্ণ তথ্য সরবাহ করতে হবে। সম্ভাব্য বৈষম্যহীনতা নিশ্চিতকরণের জন্য অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা এবং সমন্বয় সাধন অপরিহার্য।

তথ্য এবং আবেগপূর্ণ প্রেরণার একটি মিশ্রণ: একটি আবেগপূর্ণ প্রেরণার সাথে সংযোগস্থাপন বার্তা নির্ভর তথ্য অপেক্ষা অধিক প্রভাব ফেলতে পারে। ঐ সকল বার্তা নির্ভর তথ্য সম্পর্কে জনগণ পূর্বেই অবগত থাকে। CLTS এর কিছু দৃঢ় আবেগপূর্ণ প্রেরণা আছে যা গ্রহণ করা যেতে পারে। সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য এবং গোপনীয়তার সুবিধা খুঁজে বের করার জন্য বার্তাসমূহের উপর জোর দেওয়া উচিত।

অংশগ্রহণমূলক: তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা এবং বোধগম্যতা নিশ্চিতকরণের জন্য বার্তাসমূহের গঠন প্রণালীতে জনসাধারণের অন্তর্ভুক্তিকরণ আবশ্যক। এটি জনসাধারণকে বার্তাসমূহের অনুসরণ এবং সমর্থন করতে সাহায্য করবে।

ঙ. উপকরণ এবং পদ্ধতিসমূহের পরীক্ষণ এবং প্রাক পরীক্ষণ:

পূর্বে পদ্ধতিসমূহ কর্মী/স্বেচ্ছাসেবকদের এবং উপকরণসমূহ প্রস্তুত করতে ব্যবহার করা হত।
উদাহরণস্বরূপ-রেডিও শো এর রেকর্ডিং, ছবি ছাপানো, নাটকের সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করা, খেলার জন্য সরঞ্জাম সংগ্রহ করা,পকেট চার্ট ভোটদানের জন্য ছবি সংগ্রহ করা ইত্যাদি।

জনগণের পরিষ্কার ধারণা নিশ্চিতকরণের জন্য, একটি ছোট দলের সাথে ২য় ধাপ হতে চিহ্নিত অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রত্যেক কর্মকাণ্ডের পরীক্ষণ এবং প্রাক পরীক্ষণ জরুরি। এটির ব্যাপকভাবে ব্যবহারের পূর্বে একটি ছোট জনগোষ্ঠীর সাথে পরীক্ষিত হওয়া উচিৎ।
নিম্নে উলেখিত বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করার জন্য একটি দলীয় আলোচনা বা বিভিন্ন দলীয় কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নির্ধারিত দর্শক হতে একটি প্রতিনিধি দল প্রাক পরীক্ষণের (যেমন-রেডিও শো, গান, দলীয় কর্মকাণ্ড) জন্য নিযুক্ত হবে।

- **উপলব্ধি (চাক্ষুষ এবং শ্রবণ সংক্রান্ত):** যে কোন ভুল বোঝাবুঝি বা অপ্রত্যাশিত প্রভাব চিহ্নিত করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ-চিত্রাঙ্কনের মাপ সংক্রান্ত বিষয় যে ব্যক্তি চিত্রাঙ্কনের মাপ সম্পর্কে অবগত না, তার কাছে একটি বড় মাছির ছবি অপ্রাসঙ্গিক হতে পারে।

- **মুখ্য বৈশিষ্ট্য গুলোর পুনরাবৃত্তি:** কর্মকাণ্ডটি কি স্মরণীয়? কর্মকাণ্ড হতে প্রাপ্ত তথ্য বা উপলব্ধিগুলো জনসাধারণকে স্মরণে রাখতে অথবা ভিন্নরূপে বা অন্য কথায় মনে রাখতে সমর্থ হতে হবে।

- **প্রক্রিয়ার ভারসাম্য বিধান:** যে কোন কাজের ভারসাম্য বিধানের জন্য কর্মকাণ্ডগুলো কি যুক্তিসংগত? জনগোষ্ঠীকে প্রশ্ন করতে হবে উল্লেখিত প্রাক পরীক্ষণে তারা কি করবে বা কোন পরিবর্তন করতে চায় কিনা।

- **সংবেদনশীল অথবা বিতর্কিত উপাদানের উপস্থিতি:** জনসাধারণের সাথে আলোচনা করে নিশ্চিত করা যে লেখায় নির্বাচিত ভাষা বা ছবিগুলো তাদের কাছে আপত্তিকর বা বিভ্রান্তিকর নয়।

কর্মকান্ডগুলো সংশোধন করার জন্য প্রাক পরীক্ষণ থেকে সংগৃহীত তথ্যগুলো ব্যবহার করা উচিৎ। অতিরিক্ত উপাদানের প্রস্তুতির জন্য বাজেটের নমনীয়তা নিশ্চিত করতে হবে যেহেতু প্রাক পরীক্ষণগুলো প্রয়োজনীয় পরিবর্তন নির্ণয় করে এবং পরিস্থিতি ও প্রয়োজনগুলো খুব দ্রুত বদলে যেতে পারে।

প্রশ্ন: অনেকগুলো পদ্ধতির মধ্যে কোনটি অধিকতর সঠিক?

উত্তর: পদ্ধতির নির্বাচন অভীষ্ট জনগোষ্ঠী এবং তাদের প্রয়োজনগুলোর সদৃশ হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। এখানে মূলত কোন "সেরা পদ্ধতি" নাই, যেহেতু কিছু জনগোষ্ঠী এবং পরিস্থিতির সাথে কিছু কিছু পদ্ধতি অন্যান্য পদ্ধতিগুলো অপেক্ষা অধিকতর সঠিক হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ-কিছু পদ্ধতি শিশুদের জন্য অধিকতর সঠিক এবং অন্যান্য পদ্ধতিগুলো প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য অধিকতর সঠিক হয়ে থাকে। জনগোষ্ঠীর সাথে পারস্পরিক ভাব আদান প্রদান, পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য আদর্শ হতে পারে। পদ্ধতিগুলো কিভাবে কাজ করে সেটি প্রাক পরীক্ষণের মাধ্যমে দেখা হয়।

প্রশ্ন: আমি কিভাবে সঠিক উপায়ে প্রাক পরীক্ষণ করব?

উত্তর: যেহেতু এটি একটি বাস্তবধর্মী অধিবেশন, তাই তোমার পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য অভীষ্ট প্রাপকদের একটি ছোট দল নির্ণয় করতে হবে। কিছু পথ নির্দেশক প্রশ্ন আগে থেকে প্রস্তুত রাখতে হবে যেগুলো উপলব্ধি এবং বিতর্কিত উপাদান সংক্রান্ত সুবিধাভোগীদের কাছে করা যেতে পারে। অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর সাথে আলোচনায় এই প্রশ্নগুলো কর এবং তাদের উত্তরগুলো লিখে রাখা। প্রাক পরীক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করতে ভুলে গেলে চলবে না কেননা তাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন উপলব্ধি থাকতে পারে।

প্রশ্ন: সংক্ষিপ্ত বার্তা তৈরি করার জন্য ১ম-৫ম ধাপ সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা কি জরুরি?

উত্তর: একটি উত্তম সংক্ষিপ্ত বার্তা তৈরি করার জন্য এবং মধ্যবর্ত্তিতার জন্য একটি সঠিক IEC উপকরণের বিন্যাস প্রস্তুত করতে হলে ১-৫ ধাপগুলোর কিছু অপরিহার্য প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এমন কি যখন MoH থেকে প্রাক পরীক্ষণের উপকরণগুলো সহজলভ্য, সেক্ষেত্রেও HP দলটিকে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা সংক্ষিপ্ত বার্তার টেবিলটি দেখেছে (পৃষ্ঠা: ৬০): যা সাধারণত, উপযোগী, সঠিক, নির্ভুল এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ, তথ্য এবং আবেগপূর্ণ প্রেরণার একটি মিশ্রণের ধারক এবং অংশগ্রহণমূলক।

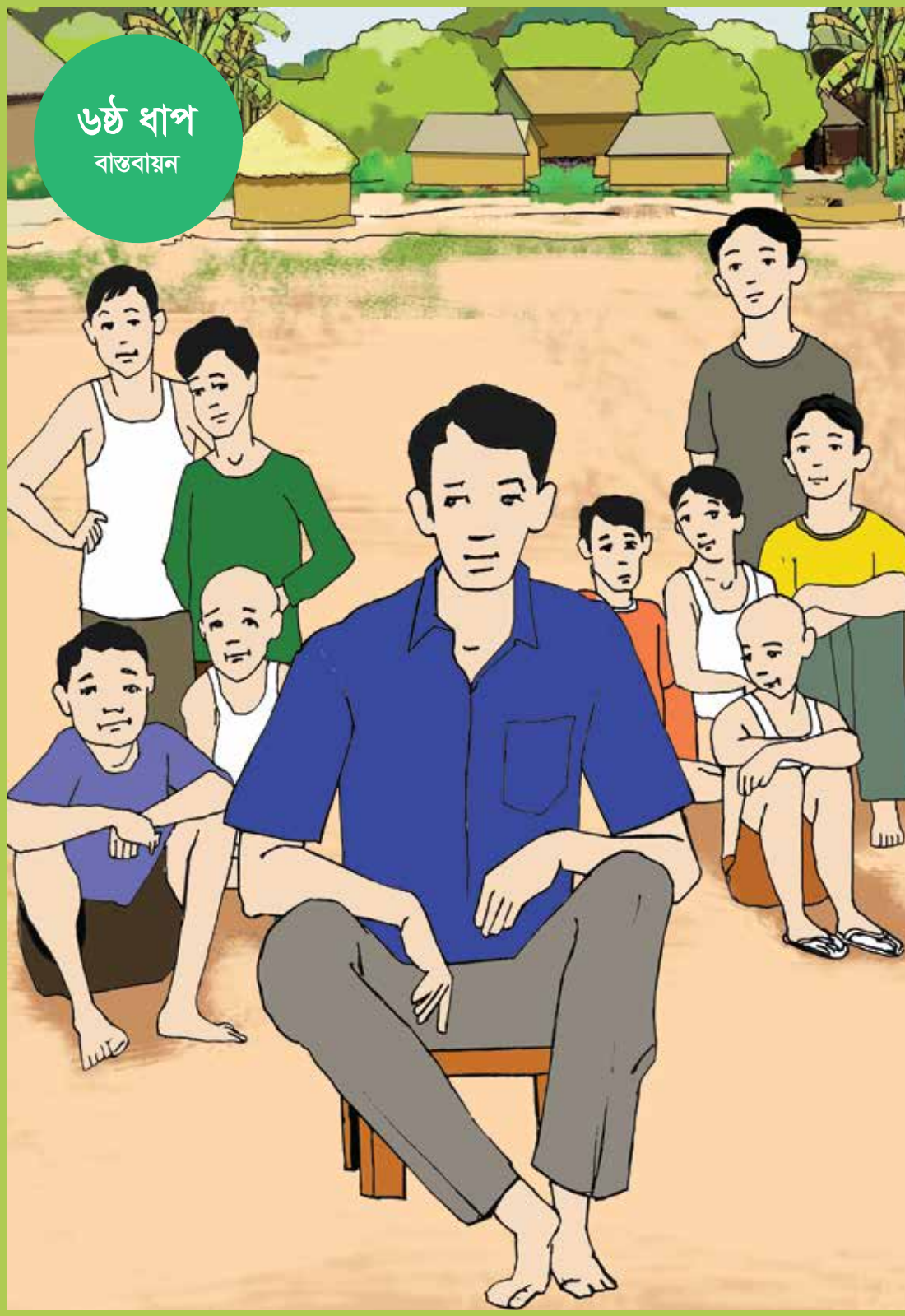
৬ষ্ঠ ধাপ
বাস্তবায়ন

৬ষ্ঠ ধাপ: বাস্তবায়ন

ধাপ ১-৫ পূরণ করার মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিধি প্রচার কার্যক্রমগুলোকে কার্যকর পরিকল্পনা হিসেবে নিশ্চিত করা হয়। কিন্তু যেহেতু এটি একটি জরুরি প্রতিক্রিয়া, এজন্য বাস্তবায়ন দ্রুত শুরু করতে হবে, এবং যত তাড়াতাড়ি সব মূল অংশীদারসমূহ পরিকল্পনাটিতে সম্মত হন ততই ভাল। আরসিআরসি (RCRC) পরিচালিত বেশিরভাগ প্রসঙ্গে বাস্তবায়ন পর্যায় শুরু করার জন্য একটি বড়চাপ রয়েছে, কারণ জরুরি অবস্থাতে কিছু জরুরি পদক্ষেপের প্রয়োজন হয়। স্বাস্থ্যবিধি প্রবর্তকরা মূল উপাদানের কিছু উপাদানকে পদক্ষেপ ১-৫ এর মধ্যে বিবেচনা করে এবং বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। পরিকল্পনাগুলো পুনঃপর্যবেক্ষণ এবং বাস্তবায়ন পুনরায় সমন্বয় করা প্রয়োজন। উপকরণ এবং পদ্ধতিগুলোর প্রাক পরীক্ষাগুলো কিছু সমন্বয় এবং অভিযোজন পরিচালনা করা যেতে পারে, তাতে করে সেগুলো যে বাস্তবসম্মত এবং উপযুক্ত তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

স্বাস্থ্যবিধি প্রচার টিমের প্রশিক্ষণ

জরুরি হলেও এটি দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে চাপ সৃষ্টি করবে; রেড ক্রসের জন্য সকল স্বেচ্ছাসেবক/ কর্মীদের কীভাবে কাজ করতে হবে সেগুলোর অবশ্যই কিছু মৌলিক প্রশিক্ষণ থাকা উচিত; এর মধ্যে রয়েছে জ্ঞান, উপলব্ধি এবং রেড ক্রস মৌলিক নীতিমালা, আচরণবিধি এবং মানবিক মান অনুশীলন করা।

প্রথমেই একটি দীর্ঘ প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম দিয়ে শুরু করা বাস্তবসম্মত নয়; ১ দিনের শুরুতে প্রয়োজনীয় দিকগুলো বিবেচনা এবং অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ সেশনের দক্ষতা তৈরি করতে হবে (উদাহরণস্বরূপ প্রতি সপ্তাহে ২ ঘন্টা প্রশিক্ষণ/পর্যালোচনা করার পরিকল্পনা)। কর্মরত স্বেচ্ছাসেবকদের দৈনিক বা সাপ্তাহিক রিপোর্টও প্রশিক্ষণের অংশ হতে পারে। এই ধরনের 'লার্নিং-অন-দ্য-জব' পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর এবং প্রায়ই স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা প্রশংসিত। প্রশিক্ষণ প্রাসঙ্গিক এবং বাস্তব, বিদ্যমান জ্ঞান, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে এবং বাস্তব চাহিদার উপর গুরুত্ব দিয়ে নিবদ্ধন করা হয়।

সব কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের স্বাস্থ্যবিধি প্রচারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হতে হবে। সংক্ষেপেঃ

- **স্বাস্থ্যবিধি প্রবর্তকগণের:** একটি পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির সাথে সাথে একটি স্বাস্থ্যবিধি প্রচার প্রোগ্রাম পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন কিভাবে করতে হবে তা জানা উচিত। একটি দায়বদ্ধতা এবং প্রতিক্রিয়া প্রক্রিয়াসহ সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির সঙ্গে কার্যকর স্বাস্থ্যবিধি প্রচারের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন।
- **স্বাস্থ্যবিধি প্রচারের কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবকগণের, 'কমিউনিটি সংগঠক/আউটরিচ ওয়ার্কার্স':** নির্বাচিত পদ্ধতিটি কিভাবে বাস্তবায়ন হবে তা জানা উচিত এবং সম্প্রদায়টি পানি এবং স্বাস্থ্যবিধি সুবিধাগুলোর সর্বোত্তম ব্যবহার করতে সক্ষম, যাতে ডায়রিয়া এবং অন্যান্য পানি এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়া হয় তা নিশ্চিতকরণ।

প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করে স্বাস্থ্যবিধি প্রচারের সমন্বয়কারী স্বাস্থ্যবিধি প্রবর্তকগণের প্রশিক্ষণ/রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ দিয়ে শুরু করবে এবং ওয়াশ কমিটিগুলোর মতো কমিউনিটি গ্রুপ এবং কমিউনিটি সংগঠনকে হ্রাস পাবে।

শিক্ষক এর ম্যানুয়াল (এই আইএফআরসি ইন জরুরী প্যাকের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি প্রচারের নির্দেশাবলী) দুটি অংশে বিভক্ত করা হয়

- পার্ট ১-এই নতুন নির্দেশিকা অনুসারে জরুরি অবস্থায় হাইজিন প্রমোশন (HP) কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায় তার উপর সংক্ষিপ্ত বিবরণ
- পার্ট ২-জরুরি অবস্থায় স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়নে কিভাবে নতুন স্বেচ্ছাসেবকদের এবং কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়।

ওয়াশ ক্লাস্টারের প্রশিক্ষণের কিছু উপকরণ রয়েছে (একটি ভিজ্যুয়াল এডস গ্রন্থাগারের সাথে) যা প্রয়োজন হিসাবে প্রেক্ষাপটে মানানসই এবং একটি স্বাস্থ্যবিধি প্রচার দলের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এই প্রশিক্ষণ উপকরণ ওয়াশ ক্লাস্টার ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়।

স্বাস্থ্যবিধি প্রচার দল পরিচালনা:

সমস্ত দলের জন্যই, সমস্ত কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের ভালভাবে পরিচালিত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ-যেন তারা তাদের অবদান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা রাখেন এবং তাদের কাজের বিবরণ অনুসরণ করতে পারেন এবং তাদের উপর কাজের অনেক চাপ না পড়ে, সম্ভবত এটি কর্মচারী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের নিজেদের জরুরি অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হবে। জাতীয় সোসাইটিতে তাদের স্বেচ্ছাসেবী পরিচালনা নীতি রয়েছে যেখানে স্বেচ্ছাসেবকদের আকর্ষণ করার মূল নিয়মগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে এই নীতিগুলোর জরুরি সময়ের জন্য একটি নির্ধারিত নিয়ম থাকতে পারে।

টি-শার্ট, ক্যাপ বা অ্যাপ্রনগুলোর মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিধি প্রচার দলকে সহজে শনাক্ত করা যেতে পারে এবং সকলকে জবাবদিহিতায় সহায়তার জন্য ব্যাচগুলোর নাম থাকা উচিত।

ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় এবং জাতীয় সমাজের সাথে আলোচনা করার পরে সেটআপ করা এবং একটি দায়বদ্ধতার সিস্টেম থাকা উচিত, যেটা প্রসঙ্গের জন্য উপযুক্ত। আরসি ওয়াশ টিম কি করছে, স্টাফ, প্রোগ্রাম, ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি বর্ণনা করে একটি বিজ্ঞপ্তি বোর্ড, এবং যেখানে সম্প্রদায়টি আরও তথ্য পেতে পারে এবং তারা কিভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। যেমন-একটি বার্তা বাক্স, যদি সেটি উপযুক্ত (মানুষ লিখতে পারে, কাগজ এবং কলম ইত্যাদি আছে) একটি ফোনলাইন বা নামযুক্ত ফোকাল পয়েন্টে হয়। স্বাস্থ্যবিধি প্রচার সমন্বয়কারীকে প্রতিক্রিয়া পরিচালনা করার একটি সিস্টেম সেটআপ করতে হবে, তাই কাজ করা হয় এবং তথ্য প্রভাবিত সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়।

সম্প্রদায়ের সাথে স্বাস্থ্যবিধি প্রচার:

পদ্ধতিগুলোর নির্বাচন ৫ম ধাপে উপরে আলোচনা করা হয়েছে: পরিকল্পনা এবং তাদের স্বাস্থ্যবিধি প্রচার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা উচিত। প্রয়োজনীয় অনুসারে উপযুক্ত পদ্ধতিটি (Step 1), এবং ধাপ ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে শনাক্ত হওয়া গোষ্ঠীগুলোকে যথাযথভাবে নিশ্চিত করতে মনে রাখতে হবে। তাদের ৪র্থ ধাপে নির্ধারিত লক্ষ্যগুলোর প্রতি সাড়া দেয়া উচিত এবং পদক্ষেপ ৩ থেকে বাধা এবং প্রেরকগুলোর বিশ্লেষণকে প্রতিফলিত করা উচিত।

এমন কিছু পদ্ধতির সমন্বয় ব্যবহার করতে হবে যা পারস্পরিক ভাব আদান প্রদানের উপরে যথাসম্ভব অধিক গুরুত্ব আরোপ করে, জনসাধারণকে অন্তর্ভুক্ত করে, পানি, রোগ জীবাণু এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত রোগ বালাই নিরসনে পদক্ষেপ নিতে আক্রান্ত জনসাধারণকে সমর্থ করায় গুরুত্ব আরোপ করতে উপেক্ষা করে না।

প্রকৌশলীরা জনসমাজে স্বাস্থ্যবিধি প্রচার কার্যক্রমের একটি অংশ। তাই তাদেরকে সহযোগিতা করতে হবে।

স্বাস্থ্যবিধি প্রচার বাক্স এর ব্যবহার:

স্বাস্থ্যবিধি প্রচার বাক্স এমন একটি বাক্স (অথবা কিছু বাক্সের সমন্বয়) যা কিছু নির্বাচিত উপকরণ ধারণ করে। এই উপকরণগুলো একটি দুর্যোগের পরে অবিলম্বে এবং অতি দ্রুত স্বাস্থ্যবিধি প্রচার কার্যক্রম শুরু করার ক্ষেত্রে সঠিক কার্যকরী হয়। IFRC বাক্স দরকারী উপকরণগুলো ধারণ করে, যেগুলো সাধারণত মূহুর্তের মধ্যে হাতের নাগালে পাওয়া যায় না। যেমন: লেখার উপকরণ, রঙিন কাগজ, কাঁচি, রং, একটি মৌলিক ল্যামিনেটর, ক্যামেরা, স্বরবর্ধক শিঙ্গা, ৪টি ভিন্ন অঞ্চল যেমন: আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া এবং আমেরিকার আলোকচিত্রের সংগ্রহ এবং পুতুল তৈরির জন্য সেলাই এর উপকরণ। এসকল উপকরণগুলো একটি পূর্ণাঙ্গ ফর্দ তৈরি করে। এছাড়া অনেক NS এবং MSM, ERU এর নিজস্ব প্রসঙ্গ নির্দেশক HP বাক্স আছে।

একটি উপযুক্ত পরিবেশ এবং সময় নির্বাচন:

অভীষ্ট জনগোষ্ঠী এবং প্রণালী বিজ্ঞানের উপর মূলত একটি পরিবেশের নির্বাচন নির্ভর করবে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বা জনসমাজের সদস্যদের কাছে পৌঁছানোর জন্য একটি পরিবেশ নির্বাচন করার সময় উপযুক্ত উপায়, সময় এবং স্থান বিবেচনা করতে হবে। এমন জায়গা নির্বাচন করতে হবে যেখান তারা বিভিন্ন কার্যক্রম এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে সমর্থ হবে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং যুব সংঘের জন্য কিছু কর্মকাণ্ড অন্তর্ভূক্ত করার জন্য শিক্ষকদের সাথে কাজ করতে হবে। নির্দিষ্ট প্রসঙ্গের (যেমন-পানি সম্পর্কিত বিষয়) উপর নির্ভর করে জনসাধারণের সাথে আলাপ-আলোচনা বা কার্যকলাপ পরিচালনা করা যথাযথ হবে।

গণমাধ্যমের জন্যে যোগাযোগ ও সময় নির্বাচন:

দুর্যোগ-পরবর্তী প্রথম কিছুদিন কর্মসূচির সর্বাধিক প্রচারের জন্য গণমাধ্যম ব্যবহার করা যেতে পারে। গণমাধ্যমের ফ্রিকোয়েন্সি বা কম্পাঙ্ক প্রয়োজন (উদাহরণস্বরূপ-যদি জনসাধারণের নিকট পৌঁছানো সহজ না হয়) এবং তা আর্থিক অবস্থার উপরে নির্ভর করবে। NS এর সহায়তায় টেলিভিশন এবং বেতার কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে। অন্যান্য ওয়াশ বার্তার সামঞ্জস্য নিশ্চিত করার জন্য বাস্তবায়নকারীদের সাথে সংযুক্ত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। RCRC এর গতিবিধির সাথে অন্যান্য বার্তার সংমিশ্রণ হওয়া এড়ানোর জন্য টেলিভিশন এবং বেতারের অনুষ্ঠানগুলো পৃথকভাবে সম্প্রচার করলে তা ফলপ্রসূ হবে।

প্রকৌশলী এবং অন্যান্যদের সাথে যৌথ কার্যক্রম:

স্বাস্থ্যবিধি প্রচারকগণ একটি বৃহত্তর ওয়াশ কর্মীদলের অংশ, এবং এই কর্মীদের সমরুপ বা সমান্তরালে কাজ না করে একত্রে কাজ করা উচিৎ। এই কর্মীদলের অবশ্যই নিয়মিত দলীয় সভা এবং যৌথ প্রতিবেদন করা উচিৎ।

ওয়াশ এর সুযোগ-সুবিধা সমূহের অধিবেশন, নকশা, সক্রিয়তা এবং রক্ষণাবেক্ষণ এর সমর্থন-হার্ডওয়্যার:

স্বাস্থ্যবিধি প্রবর্তকদের ওয়াশ এর সুযোগ-সুবিধা সরবাহ সম্পর্কিত কাজের সাথে যুক্ত RCRC প্রকৌশলী এবং স্থানীয় সরকারী কর্মীদের সাথে হাতে হাত রেখে কাজ করা উচিৎ যেন এটি নিশ্চিত করা যায় যে, আক্রান্ত জনসাধারণের চাহিদার প্রতি সাড়াদান যথাযথ হয়েছে এবং তারা প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাসমূহের সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে সক্ষম হবে। নির্মাণ এবং প্রচারমূলক কার্যাবলিসমূহ সম্পর্ক যুক্ত হওয়া জরুরি; উদাহরণস্বরূপ-প্রযুক্তিগত ভাবে নিরাপদ কিন্তু জনসাধারণের ব্যবহারের অনুপযুক্ত একটি শৌচাগার নির্মাণ করার কোন যুক্তি নাই-সম্ভবত সেটি কোন একটি অনিরাপদ স্থান হতে পারে অথবা এই ধরণের শৌচাগার ব্যবহারে জনসাধারণের অভ্যস্ত নয়। স্বাস্থ্যবিধি প্রবর্তকরা প্রকৌশলীদের কাছে ওয়াশ এর সুযোগ-সুবিধাসমূহের অধিবেশন এবং নকশার সাথে সম্পর্কিত জনসাধারণের পছন্দ, ইচ্ছা এবং আকাঙ্খাগুলো ভাষান্তরিত করতে দায়বদ্ধ থাকে। স্বাস্থ্যবিধি প্রচারের দলটি সকল শ্রেণীর সমাজের সাথে আলোচনা প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করবে: পুরুষ, নারী, শিশু এবং অক্ষম ব্যক্তি। এই আলোচনা প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে যে, সকল শ্রেণীর সমাজের মতামত ওয়াশ এর সুযোগ-সুবিধাসমূহের নকশা এবং অধিবেশনে বিচার করা হয়েছিল; উদাহরণস্বরূপ-কাপড় ধৌত করার জন্য ধোপাখানা কি সঠিক উচ্চতায় আছে? শিশুরা কি পানির কল পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম? শিশুদের জন্য কি স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ব্যবস্থা আছে? সুযোগ-সুবিধাগুলো যথার্থতা নিশ্চিত করার জন্য সেগুলোর যাচাইকরণে সকল শ্রেণীর সমাজের সংযুক্ত থাকা উচিৎ এবং পরিবর্তনের প্রয়োজনে প্রকৌশলীদের সাথে কাজ করতে হবে।

সক্রিয়তা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। প্রসঙ্গের উপর নির্ভর করে স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত দলটি ওয়াশ সমিতি গঠন করতে সাহায্য করতে পারে। ওয়াশ সমিতি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা, যেমন-পানির পাম্প, পানির কল ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়বদ্ধ থাকে।

স্বাস্থ্যবিধি প্রচারক দলটি নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো নিশ্চিত করার জন্য প্রকৌশলীদের সাথে কাজ করে:

- **গ্রহণযোগ্যতা:** স্থানীয় পছন্দ এবং সাধারণ নিয়ম ভিত্তিক সুযোগ-সুবিধা; যেমন-শৌচাগারের ধরণ, পায়ু সংক্রান্ত শোধকের বন্দোবস্ত।

- **প্রবেশযোগ্যতা:** সকল শ্রেণীর সমাজের জন্য প্রবেশ যোগ্যতা প্রয়োজন। নির্দিষ্ট কিছু অক্ষমতার জন্য উপযোগী শৌচাগার প্রয়োজন হতে পারে। শিশু এবং ছোট শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।

- **নিরাপত্তা:** দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে যৌন এবং লিঙ্গভিত্তিক নিপীড়ন উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায়। জনসাধারণের সাথে আলোচনা করতে হবে এবং জিজ্ঞাসা করতে হবে তাদের এমন কোন দুশ্চিন্তা আছে কিনা। শৌচাগারের নিকটে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা এবং শৌচাগারের দরজায় তালাবদ্ধ করার ব্যবস্থা আছে কিনা নিরীক্ষণ করা।

- **অন্তর্ভূক্তি:** সমাজে বিদ্যমান শ্রেণীবিভাগ এবং শাসন কাঠামো দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে সুস্পষ্ট হয়; ঐ অঞ্চলে কি কোন প্রান্তিক বর্বর জাতি গোষ্ঠি আছে?

বিশুদ্ধ খাবার পানির নিশ্চয়তা:

জনসাধারণের বিশুদ্ধ খাবার পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য প্রকৌশলীদের সহযোগিতায় স্বাস্থ্যবিধি প্রবর্তকদের কাজ করা উচিৎ। প্রসঙ্গের ভিত্তিতে, যদি প্রয়োজন হয় তাহলে স্বাস্থ্যবিধি প্রচারক দলটি জনসমাজে পারিবারিক পানি পরীক্ষণ প্রক্রিয়াটি উন্নীত করবে, পানি পরীক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের উপর জনসাধারণের প্রশিক্ষণ পরিচালনায় RCRC প্রকৌশলীদের সাহায্য করবে। নিশ্চিত করতে হবে যে মানুষ পানি পরীক্ষণের জন্য সঠিক পণ্যদ্রব্যটি ব্যবহার করছে এবং ঐ পানি পানের জন্য নিরাপদ, নিশ্চিত করতে হবে যে খাবার পানি পরিষ্কার পাত্রে সংরক্ষণ করা হয়।

স্বাস্থ্যবিধি উপকরণের যথাযথ এক্সেস:

ত্রাণ বিতরণ:-

আরআরসিসিতে ত্রাণ বিতরণ সাধারণত জরুরি ত্রাণদল দ্বারা সম্পন্ন করা হয়। স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়নকারী দল স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত উপকরণের (স্বাস্থ্যবিধি সামগ্রী, সাবান, বালতি, ইত্যাদি) ব্যাপক বিতরণ করেন না, কিন্তু তারা প্রশিক্ষণ, বিক্ষোভ বা প্রচারমূলক কার্যক্রম এর অংশ হিসেবে ছোট স্কেল এর বিতরণে যুক্ত হতে পারেন।

প্রয়োজনীয় উপকরণের (সাবান, বালতি, রক্তস্রাব স্বাস্থ্যবিধি উপকরণ) এক্সেস এই শর্তে যদি প্রধান গ্যাপগুলো চিহ্নিত করা হয়, সেটি রিলিফ টিম যারা ন্যাশনাল সোসাইটি এবং/অথবা আইএফআরসি অপারেশন এর সাথে কাজ করছে তাদের সাথে কার্য সম্পাদন করা প্রয়োজন। সমাজের সকল সদস্য স্বাস্থ্যবিধি উপকরণ পাচ্ছে যা তাদের প্রয়োজনের জন্য যথাযত সেটি নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়নকারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; সমাজকে কর্ণপাত করা এবং ত্রাণদল সঙ্গে যোগাযোগ করার মাধ্যমে তারা একটি জটিল মাধ্যম তৈরিতে সাহায্য করে। এছাড়াও তাদের ত্রাণদল এবং সম্প্রদায় এর মধ্যে তথ্য বিনিময় সঙ্গে সহায়তা করা উচিত যেমনঃ স্বাস্থ্যবিধি সামগ্রী বিতরণের পর সমাজ থেকে প্রতিক্রিয়া নেয়া। স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়নকারীকে তথ্যের সাথে যুক্ত থাকা উচিত। উদাহরণস্বরুপঃ মাসিক স্বাস্থ্যবিধি অথবা স্বাস্থ্যবিধি সামগ্রী উপকরণের স্বাস্থ্যবিধি আইটেমের প্রতি সন্তুষ্টি জরিপ, নিশ্চিত করা সব সম্প্রদায় তাদের এনটাইটেল সম্পর্কে সচেতন এবং স্বাস্থ্যবিধি উপকরণ সম্পর্কে তথ্য ও বার্তা যা মানানসই হবে। স্বাস্থ্যবিধি উপকরণ একটি কিয়স্ক সিস্টেম (যেখানে মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো বাছাই এবং সংগ্রহ করতে পারে) স্বাস্থ্যবিধি সামগ্রী বিতরণের চেয়ে আরও উপযুক্ত হতে পারে।

সকল মূল অংশীদারদের সাথে সমন্বয় এবং যোগাযোগঃ

স্বাস্থ্যবিধি প্রচার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময় বিবেচনা করা উচিত অন্যান্য বিবেচ্য বিষয় যার অন্তর্ভুক্ত সকল মূল অংশীদারদের সাথে ভালো সমন্বয়।

- ওয়াশ ক্লাস্টার এর মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন এর অন্যান্য উপ-গ্রুপগুলো ঐ সেক্টরে কাজ করা অন্যান্য অংশীদারদের লিংক প্রদান করতে পারে এবং এছাড়াও প্রযুক্তিগত সুপারিশ সেটআপ করতে পারে যা বিবেচনা করা প্রয়োজন হবে।
- স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সাড়া দেয়া অন্যান্য সংস্থা সম্পদ এবং ধারণা শেয়ার করতে পারে। প্রতিলিপি এড়াতে তাদের সাথে স্বমন্বয় খুবই দরকারি সমন্বয়, শেয়ার, এবং শেখা।
- কার্যক্রম সমর্থনে প্রভাবিত সামাজের সম্পদ লভ্য থাকতে পারে। এনএস এর সম্পদ লভ্য থাকতে পারে যেমন-তাদের কি এইচপি বক্স, আইইসি উপাদান আছে? সরকারের নিজেদের মানদন্ড থাকতে পারে (যেমন-জাতীয় নীতি ব্যবহার করার জন্য একটি নির্ধারিত পদ্ধতির দাবি করতে পারে।)

প্রশ্নঃ জরুরি সাড়াদানের সময় সাবান বিতরণ করা গুরুত্বপূর্ণ কেন?

উত্তরঃ সাবান গুরুত্বপূর্ণ কারণ সাবান চামড়ার মধ্যে ভেদ করা জীবাণু এবং সংলগ্ন ব্যাকটেরিয়া অপসারণ করতে সাহায্য করে, যা একমাত্র পানি দিয়ে দূর করা যায় না। সাবান এবং হাত স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে আরও তথ্য এখানে পাওয়া যেতে পারে।

প্রশ্নঃ মাসিক সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা অর্ন্তভূক্ত করা কি গুরুত্বপূর্ণ এবং এখানে স্বাস্থ্য উন্নয়নকারীর ভূমিকা কি?

উত্তরঃ হ্যাঁ। স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন কার্যক্রম এবং বার্তায় মাসিক সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনায় (MHM) অর্ন্তভূক্ত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়নকারীর প্রধান ভূমিকা হচ্ছে সমাজের নারীদের সাথে আলোচনা করার মাধ্যমে, বিদ্যমান সাধারণ অভ্যাসগুলো সম্পর্কিত তথ্য, মাসিক চলাকালীন সময়ে স্বাস্থ্যবিধির জন্য নারীদের পছন্দনীয় সামগ্রী এবং বর্তমানে চলমান বিভিন্ন উপায় ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা এবং এই প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো ব্যবহার করে মাসিক সম্পর্কিত সামগ্রীর উপযুক্ত ডিজাইন নির্ধারণ। এছাড়াও রিলিফ দলকে এই ডিজাইনে প্রভাবিত করার জন্য প্রতিক্রিয়া দান। MHM এর উপর আরও তথ্য এখানে পাওয়া যাবে।

প্রশ্নঃ কেমন হবে যদি স্বাস্থ্যবিধি উপকরণের বদলে নগদ অর্থ হস্তান্তর করা হয়, এক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়নকারীদের কি অর্ন্তভূক্ত করা উচিত?

উত্তরঃ নগদ অর্থ স্থানান্তর প্রোগ্রাম আরো গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে। জরুরি অবস্থায় স্বাস্থ্যবিধি উপকরণের বদলে নগদ অর্থ (ভাউচার, কূপন অথবা চেক) বিতরণ করা হয়। স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়নকারীর ভূমিকা এখনো গুরুত্বপূর্ণ; তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং পছন্দগুলো বুঝতে সম্প্রদায়গুলোর সাথে পরামর্শ করা অপরিহার্য এবং যদি ক্যাশ/ভাউচার সিস্টেম তাদের জন্য কাজ করে, নিশ্চিত করতে হবে মানুষও এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে বুঝতে পারছে এবং কিভাবে তারা দুর্যোগের সময় জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি কমাতে সিদ্ধান্ত নেয় (পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যবিধি সামগ্রী কেনা) তা মনিটর করা এবং সামগ্রীর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৭ম ধাপ
পর্যবেক্ষণ ও
মূল্যায়ন
IFRC

৭ম ধাপ: পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন:

অগ্রগতি প্রদর্শনের জন্য নজরদারি গুরুত্বপূর্ণ যদি উদ্দেশ্যগুলো অর্জন করা এবং প্রতিক্রিয়া জানা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা হয়। সমস্ত সদস্যদের (প্রকৌশলীসহ) নিরীক্ষণ প্রক্রিয়ায় জড়িত হওয়া উচিত। যা সমাজ ভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের অংশ বিশেষ হওয়া উচিত।
নিরীক্ষণের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে জড়িত করা; কেবলমাত্র তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রেই নয় বরং তাদেরকে প্রয়োজনীয় সময়ে যথাযথ কর্মসূচী নিশ্চিত করতে বিশেষণে জড়িত করা উচিত। সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণকে অন্তর্ভুক্ত করে তারা কি এবং কেন ঘটেছে ভালভাবে জানতে পারবে। এটা তাদের আরও নিয়ন্ত্রণ ও কর্মসূচি বস্তবায়নে সাহায্য করবে। সমাজে বিভিন্ন ধরণের লোকজনের নানা রকমের চাহিদা ও সুযোগ সুবিধা থাকে। তাই সমস্ত গোষ্ঠীকে নিরীক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরুপঃ নারী, পুরুষ, শিশু, দুর্বল গোষ্ঠী ইত্যাদি।

লগফ্রেইমের নির্দেশনাগুলো তাদের ওয়াশ নির্দেশকগুলোর সাথে সমন্বিত রেখে ব্যবহার করা উচিত। সদস্যদের স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন কর্মসূচির অগ্রগতি এবং প্রভাব নিরীক্ষণ করা প্রয়োজন। এই ধারায় যেমন: পায়খানার ব্যবহার, পুনরায় কার্যক্রম ও পদ্ধতির অভিযোজন শনাক্ত করা হয়। একটি সমালোচনামূলক প্রশ্ন হিসেবে সমাজের সকল সদস্যরা (পুরুষ, নারী, শিশু, অক্ষম) ওয়াশ সুবিধাগুলোর সাথে সন্তুষ্ট কিনা এবং তা ব্যবহার করছে কিনা তা জিজ্ঞাসা করা।

পর্যবেক্ষণের পদ্ধতিগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- **পরিভ্রমণ, পর্যবেক্ষণ, ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের সাথে কথা বলা**
- **ফোকাস গোষ্ঠী আলোচনা**
- **মূল নথিগুলোর টালি পর্যবেক্ষণ**
- **পকেট তালিকার ভোটদান**
- **মানচিত্র করা**
- **সমাজের আলোচনা**
- **সদস্যদের আলোচনা।**

পর্যবেক্ষণের তথ্য নিয়মিত প্রতিবেদন এবং হালনাগাদ করে একত্রিত করা ও ভাগ করা। তথ্য নিয়ে আলোচনা ও বিশেষণ করা উচিত, উদাহরণস্বরূপ-কেবল উদ্দেশ্যগুলো অর্জন করা হচ্ছে কিনা বরং প্রয়োজন গুলোর সাথে সম্পর্কিত উদ্দেশ্যগুলো সঠিক কিনা তাও বিবেচনা করা হয়। প্রাসঙ্গিক বিষয়ের ওপর পর্যবেক্ষণের সময় ও পুনরাবৃত্তি নির্ভর করবে; উদাহরণস্বরূপ জরুরি অবস্থায়, পর্যবেক্ষণে শুধুমাত্র পরিমাণগত নির্ধারক গুলোর (যেমন-পায়খানার সংখ্যা) উপর নজর দেওয়া উচিত নয়, তার পাশাপাশি গুণগত নির্ধারকগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত (ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের প্রতিক্রিয়াসহ সকল ক্ষেত্রে সমাজের সদস্যরা পায়খানা ব্যবহার করে কিনা এবং তাদের সাথে সন্তুষ্ট আছে কিনা)।

NS স্বেচ্ছাসেবকসহ সকল মানুষের কথা শোনা এবং গুজবে কান না দেওয়া। পর্যবেক্ষণের রূপ যা গ্রহণ করা যেতে পারে তা নিচের টেবিলে দেওয়া হল। এক দলীয় সদস্যকে সমস্ত পর্যবেক্ষণের তথ্য সংগ্রহ, রেকর্ডিং এবং বিতরণ করার জন্য দায়ী থাকতে হবে।

নির্দেশক	যাচাইব্যবস্থা	সময়সীমা
পরিবেশকে সব ধরণের মল সমস্যা থেকে মুক্তকরণ	পরিভ্রমণ	দৈনিক অথবা প্রতি দুই দিন
ব্যবহারকারীদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সুবিধাগুলোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ	সামাজিক পায়খানা পর্যবেক্ষণ	দৈনিক অথবা প্রতি দুই দিন
শতকরা কতজন লোক মল সমস্যা সাথে পরিচিত হবার পর অন্তত সাবান বা ছাই দিয়ে হাত ধোয়া	হাত ধৌতকরণের সময়গুলো পর্যবেক্ষণ	দৈনিক অথবা প্রতি দুই দিন
শতকরা কতজন লোক খাবার পরিবেশনের পূর্বে অন্তত সাবান বা ছাই দিয়ে হাত ধোয়	হাত ধৌতকরণের সময়গুলো পর্যবেক্ষণ	দৈনিক অথবা প্রতি দুই দিন
পানের জন্য বিশুদ্ধ পানীর ব্যবহার	পানি সরবরাহের স্থানসমূহ শনাক্তকরণ	দৈনিক অথবা প্রতি দুই দিন
বাড়ীতে সংরক্ষিত বিশুদ্ধ পানি (পরিষ্কার, আচ্ছাদিত পাত্র)	বাড়ির স্থানসমূহ শনাক্তকরণ	সাপ্তাহিক
গোপনীয়তা ও মর্যাদাপূর্ণ মাসিক স্বাস্থ্যসমস্যা মোকাবেলায় নারীর সক্ষমতা	এফজিডি	মাসিক
সমাজের সব জায়গায় পানির স্থান ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধা থাকা	পানি সরবরাহের স্থানসমূহ ও সুবিধাগুলো পর্যবেক্ষণ	দৈনিক অথবা প্রতি দুই দিন
	এফজিডি	মাসিক
প্রশিক্ষিত ও সঠিক স্বাস্থ্যবিধি প্রচারক	কর্মীদের মান ও প্রশিক্ষণের ব্যবহার সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া	প্রতি সপ্তাহ ও প্রতি মাস অন্তর প্রশিক্ষণ
সমাজের প্রতিক্রিয়ার পথ নির্ধারণ এবং তা ব্যক্তকরণ	নথি রেকর্ড, দলগত আলোচনা	সাপ্তাহিক

নির্দেশক	যাচাইব্যবস্থা	সময়সীমা
স্থানীয় জনগোষ্ঠী, দুর্দশাগ্রস্থ শ্রেণিসহ সকলের নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাদের সাথে করা পরামর্শ প্রকল্পের সকল ধাপে দেখানো।	FGD	মাসিক

পরিস্থিতি মোকাবেলার ক্ষেত্রে একটা ব্যবহার যোগ্য অংশ হল একটা সিদ্ধান্ত পরিক্রমা রাখা, যেখানে বর্ণিত থাকবে কেমন করে এবং কেন কর্মসূচি বিষয় সিদ্ধান্তসমূহ তৈরি করা হয়েছে; জরুরি ক্ষেত্র বিশেষ এটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সেক্ষেত্রে কর্মচারীদের দ্রুত পরিবর্তন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনের কারণসমূহ খুব সহজে চাপা পড়ে যেতে পারে।

মূল্যায়ন:

একটা মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্য হল কর্মকাণ্ডসমূহ এবং তাদের ফলাফলের উপর একটা রায় দেওয়া। এই কর্মসূচি কি পেরেছে কোন পার্থক্য তৈরি করতে, এটা কি মানুষের জীবন বাঁচাতে সহায়তা করতে সক্ষম হয়েছে এবং ভোগান্তি কমিয়েছে?

মূল্যায়নের দুইটি উদ্দেশ্য থাকে-সেগুলো যা শিক্ষার উপর মনোযোগী করে তোলে (অর্জিত শিক্ষার নথি করা) এবং সেগুলো যা দায়ভারের উপর মনোযোগ করে (অন্যদের জানানো যে কি অর্জিত হয়েছে। অসংখ্য ধরনের মূল্যায়ন পন্থা আছে যা ব্যবহার করা যেতে পারে, যা প্রয়োজন ও প্রসঙ্গের উপর নির্ভর করবে (কর্মসূচি বাস্তবায়নের সময় তাৎক্ষনিক মূল্যায়ন।) মূল্যায়ন অন্তর্নিহিত ভাবেও করা যেতে পারে আবার বহিরাগত দল দিয়েও করানো যেতে পারে। কর্মসূচির ব্যাপ্তি ও প্রসঙ্গের উপর নির্ভর করে মূল্যায়ন শুধুমাত্র ওয়াশ কর্মসূচির উপর করা যেতে পারে অথবা সমগ্র কর্মসূচির উপর ও করা যেতে পারে।

মূল বিষয় যেগুলো মানবিক কর্মসূচি মূল্যায়নে ব্যবহৃত হয়ে থাকে ১:

প্রাসঙ্গিকতা/ যথার্থতা	• স্বাস্থ্যবিধি প্রচারণা কর্মসূচিটি কি মূল অংশীদারদের (সংক্রমিত জনগোষ্ঠী, NS,সরকারের) অগ্রাধিকার ও কর্মপন্থার সাথে প্রাসঙ্গিক? • স্বাস্থ্যবিধি প্রচারণা কর্মসূচির কর্মকাণ্ডসমূহ এবং ফলাফল গুলো কি সার্বিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের সাথে ধারাবাহিক?
কার্যকারিতা	• স্বাস্থ্যবিধি প্রচারণা কর্মসূচির উদ্দেশ্যসমূহ কি অর্জিত হয়েছে? • কোন বিষয়সমূহ উদ্দেশ্য অর্জনের ব্যাপারে জোর প্রদান করেছে?

মূল বিষয় যেগুলো মানবিক কর্মসূচি মূল্যায়নে ব্যবহৃত হয়ে থাকে ১:

দক্ষতা	• দক্ষতা মাপা হয় প্রদত্ত নিবেশ থেকে পাওয়া ফলাফলের উপর (গুণগত ও পরিমাণগত)। • স্বাস্থ্যবিধি প্রচারণা কর্মসূচি কি স্বল্প ব্যয়ের ভেতর করা হয়েছে? • কর্মসূচিটি কি বিকল্প সমূহের সাথে তুলনা করে সব থেকে আদর্শ রূপ হিসেবে বাস্তবায়িত হয়েছে?
ফলাফল	• কর্মসূচির কারণে কি ভালো এবং খারাপ পরিবর্তন আসতে পারে (সরাসরি অথবা অসরাসরি, ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত)? • কর্মসূচির কারণে কি হতে পারে? • স্বাস্থ্যবিধি প্রচারণা কর্মসূচির মাধ্যমে সুবিধা গ্রহণকারীদের ক্ষেত্রে বাস্তবে কি পার্থক্য এসেছে?

OECD, DAC criteria:

মূল্যায়নের উপর ভিত্তি তৈরি করবে যৌক্তিক কাঠামো যেমন: নিবেশকে বিবেচনা করে (কোথায় পুঁজি ব্যবহৃত হয়েছে), কর্মকান্ডসমূহ (কি করা হয়েছিল), উৎপাদন (কি প্রদান করা হয়েছিল), ফলাফল (কি অর্জিত হয়েছে), এবং প্রভাব (দীর্ঘকালীন পরিবর্তন)। গুনগত এবং পরিমাণগত উভয় তথ্যই জোগাড় করা উচিত শেষ মূল্যায়নের জন্য। ধাপ ৫ এ যেমন বর্ণিত আছে, কর্মসূচির শুরুতে একটা ভূমিরেখা জরিপ করতে হবে। একই প্রণালী বিজ্ঞান এবং প্রশ্নাবলি ব্যবহার করে, শেষ পর্যায়ের জরিপ করা উচিত মূল্যায়নের অংশ হিসেবে, পরিবর্তন সমূহ বোঝার জন্য। যদি একটি ভূমিরেখা জরিপ না করা হয় এবং পর্যাপ্ত পর্যবেক্ষণ কাঠামো না থাকে, তবে প্রভাব মাপা এবং প্রমাণ করা খুবই কঠিন হতে পারে। মূল্যায়নটি নথি করা উচিত, একটা ছোট ও স্বচ্ছ রিপোর্টের মাধ্যমে এবং সেটা সকল অংশীদারদের সাথে ভাগ করা, সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এটা ব্যবহার হতে হবে; ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া গ্রহণে। পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন উন্নতি প্রদর্শনে একটা সংকটপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কিন্তু একই সাথে শেখা ও উন্নয়নের জন্যও বটে।

প্রশ্নঃ কিভাবে কোন সমাজকে পর্যবেক্ষণ এর কাজে অন্তর্ভুক্ত করা যায়?

উত্তরঃ আমরা আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর কাছে দায়বদ্ধ, এই কার্যক্রম তাদের জন্যই, তাই তাদের ভাব এবং দর্শন বোঝা গুরুতপূর্ণ। এই কার্যক্রমের পর্যবেক্ষণ, প্রক্রিয়া এবং ফলাফল বোঝার চেষ্টা করে কিভাবে আক্রান্ত জনগোষ্ঠী এই কার্যক্রম দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। যে জনগোষ্ঠী আক্রান্ত হয়েছে তারাই ভাল জানে কি কেন হয়েছে এবং কিভাবে হয়েছে, তাই তাদের ক্ষমতায়ন করা হয় যেন তারা এই কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যদিও তাদের জন্য পর্যবেক্ষণ এর কাজ কঠিন হবে কারণ তাদের এ কাজের জন্য দক্ষতা এবং জ্ঞান এর অভাব। কিন্তু আরও অনেক মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষকে এই পর্যবেক্ষণ এর কাজে লাগানো সম্ভব।
যেমন-পর্যবেক্ষণ, প্রতিক্রিয়া এবং কমিউনিটি মিটিংয়ে ব্যাখ্যার উপর মতামত, সহজ টালি শীট, পকেট চার্ট ভোট, ম্যাপিং, পানি পরীক্ষা ইত্যাদি রাখা। আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর থেকে স্বেচ্ছাসেবীরাও অনেক বড় ভূমিকা পালন করতে পারে।

৮ম ধাপ
পুনর্বিচার এবং পুনর্বিন্যাস করা

৮ম ধাপ: পুনর্বিচার এবং পুনর্বিন্যাস করা

এই প্রক্রিয়াটি পুনরাবৃত্তিমূলক, প্রত্যেক প্রকল্পের কালচক্রের এক পর্যায় আবার শুরুর দিকের ধারণা এবং কৌশলগুলোর কাছে ফিরে যাওয়া হয় যেন এই কার্যক্রম আরও বেশি ভাল ভাবে সঠিক হয়। এটা মনে রাখা জরুরি যে স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন কার্যক্রম প্রয়োজন অনুসারে করা হয়। দুর্যোগের সময় খুব দ্রুততার সাথে অবস্থার পরিবর্তন হয়। প্রত্যেক কার্যক্রমের পর্যায়ক্রমে পরীক্ষা করা, পুনরায় পরিকল্পনা করা এবং পুনরায় সমন্বয় সাধন গুরুত্বপূর্ণ। আশে পাশে দেখা। এমন কোন ওয়াশ সম্পর্কিত সমস্যা কি কোন গোষ্ঠীকে আঘাত করছে যা উল্লেখ করা হচ্ছে না? সমস্যার কি কোন পরিবর্তন হয়েছে? নতুন কোন সমস্যা কি তৈরি হয়েছে? এমন যদি হয়ে থাকে তাহলে প্রথম ধাপ থেকে আবার শুরু করতে হবে। পরিশিষ্ট ১.৩ স্বাস্থ্যবিধি প্রচারের আইএফআরসি নির্দেশিকা জরুরী অবস্থায় দ্রুত পদক্ষেপগুলো নিতে এবং তথ্য সমন্বয় করতে ধাপে ধাপে নির্দেশিকা প্রদান করে।

নথিবদ্ধ করা এবং হস্তান্তর করা:

যদি সাড়াদান এর মধ্যে ERU থাকে তাহলে তা NS এর সহযোগিতায় করা হবে। যেমন-কোন বড় দুর্যোগের সময় যদি RDRT এবং ERU-এর দল কাজ করে তাহলে তাদের NS এর সহযোগিতা নেওয়া উচিত যেন তারা প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের সামর্থ্যকে আরও শক্তিশালী করতে পারে। যারা দুর্যোগের পরবর্তী সাড়াদান এ কাজ করবে তাদের প্রত্যেকটা কাজ নথিবদ্ধ থাকবে এবং তা NS, IFRC এবং RDRT এবং ERU এদের সাথে ভাগ করে নিবে। এর ফলে একই কাজ এর পুনরাবৃত্তি রোধ এবং পরিকল্পনায় সাহায্য করবে। কার্যক্রম শেষে অনুধাবিত বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করে রাখা এবং সবার সাথে ভাগ করে নেওয়া উচিৎ। নথিতে শুধুমাত্র লেখা থাকবে এমন না, এর মধ্যে ছবি, ছোট ভিডিও, স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়নের উপায়গুলো কিভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং অর্জিত শিক্ষা ও থাকতে পারে।

পরিশিষ্ট

দ্রুত সমাধান

আইএফআরসি স্বাস্থ্যবিধি প্রচারের নির্দেশিকা-দ্রুত সমাধান:

আরসিআরসি এর জরুরি স্বাস্থ্যবিধির সংজ্ঞায়ন:

রেড ক্রসের সংজ্ঞা অনুযায়ী জরুরী অবস্থায় স্বাস্থ্যবিধি প্রচার (এইচপি) হল: একটি পরিকল্পিত, সুব্যবস্থা পদ্ধতি যা আরসিআরসি কর্মীদের এবং স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা বিতরণ করা হয়; যার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যাকে তাদের জ্ঞান দ্বারা আলোকিত করে সম্পদের সংরক্ষণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি পানি, পয়ঃনিস্কাশন এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত রোগ প্রতিরোধে জনগণকে পদক্ষেপ নিতে সক্ষম করা হয়; এছাড়াও পানি এবং স্বাস্থ্যবিধি সুবিধাগুলোর ব্যবহার সর্বাধিক করা হয় ।

জরুরি অবস্থায় স্বাস্থ্যবিধির প্রচারণা:

পদক্ষেপসমূহ	অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ	ACTORS	তথ্যাবলির উৎস
পদক্ষেপ (১) সমস্যা চিহ্নিতকরণ	এলাকাবাসীর জ্ঞান, কাজ, উপলব্ধি, প্রয়োজনীয়তা, ঝুঁকি, রীতিনীতি, এলাকায় বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গঠন এবং দুর্যোগ প্রভাবের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত এবং গুণগত তথ্য যাচাই, বাছাই এবং সংগ্রহ করা হয় নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিগুলো দ্বারা, ● বিদ্যমান সেকেন্ডারি ডেটা ● ম্যাপিং ● কমিউনিটি গ্রুপের সাথে এফজিডি ● থ্রি পাইল সর্টিং এবং পকেট চার্টের মাধ্যমে কার্যকলাপ ● পর্যবেক্ষণ ও পরিভ্রমণ	ওয়াশ হার্ডওয়্যার সম্পর্কে অভিজ্ঞ প্রকৌশলী, এলাকাবাসী, একই এলাকায় কাজ করে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য এনজিও।	IFRC Minimum standard commitments to gender and diversity in emergency programme IFRC Guidelines for Emergency Assessment in English, French, Spanish, Arabic Sphere Project Water and Sanitation Initial Need Assessment Checklist Transect Walk Working with communities: a Toolbox.

জরুরি অবস্থায় স্বাস্থ্যবিধির প্রচারণা:

পদক্ষেপসমূহ	অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ	ACTORS	তথ্যাবলির উৎস
পদক্ষেপ ২: লক্ষ্য-গোষ্ঠী শনাক্তকরণ	এলাকাবাসীর সাথে একত্র হয়ে লক্ষ্য-জনগোষ্ঠী শনাক্তকরণ। টার্গেট গ্রুপের মধ্যে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে: এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ, সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণী পেশার মানুষ (যেমন: শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের) এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠীগুলো (যেমন-শিশু) যারা ঝুঁকির মধ্যে সবচেয়ে বেশি থাকে।	এলাকার নেতৃবৃন্দ ও স্বাস্থ্যকর্মী, ওয়াশ হাউজে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ , এলাকায় কাজ করে এমন অন্যান্য সংস্থা।	Target group selection. Gender checklist for WASH cluster accountability.
পদক্ষেপ ৩: ব্যবহার পরিবর্তনের জন্য প্রতিবন্ধকতা ও প্রেরণার পিছনের বিষয়গুলোর বিশ্লেষণ	বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও প্রেরণার পিছনের উপাদান সম্পর্কে তথ্যাবলি সংগ্রহ করার মাধ্যমে ব্যবহার পরিবর্তন ও প্রতিবন্ধকতা অপসারণ নিশ্চিত করা।	কোন প্রতিক্রিয়া, প্রভাবক সাংস্কৃতিক সঙ্গতি, ইত্যাদির মূল্যায়ন; এছাড়াও পর্যবেক্ষণ ও প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী উপাদানের পরিবর্তন করা।	Transmission route Good and Bad behaviors.
পদক্ষেপ ৪: স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত অভ্যাস পরিবর্তনের জন্য উদ্দেশ্য প্রণয়ন	প্রতিটি ঝুঁকি শনাক্ত করার জন্য উদ্দেশ্য নির্ধারণ যা স্বাস্থ্যবিধি আচরণ পরিবর্তন বা সক্ষম করার কারণ হতে পারে।	এলাকার নেতৃবৃন্দ, স্বাস্থ্যকর্মী, প্রশিক্ষিত এইচপি কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক, প্রাক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত দল।	IFRC PoA Template – Indicators, Outcomes, Output and Activities View.

জরুরি অবস্থায় স্বাস্থ্যবিধির প্রচারণা:

পদক্ষেপসমূহ	অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ	ACTORS	তথ্যাবলির উৎস
পদক্ষেপ ৫: পরিকল্পনা	নির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলো থেকে একটি কর্মপরিকল্পনা এবং পরিস্থিতিগুলোর একটি স্ন্যাপশট (জরিপ এবং অন্যান্য পদ্ধতি) ব্যবহার করে আউটপুট এবং সূচক নির্বাচন করার জন্য হার্ডওয়্যার প্রকৌশলী এবং অন্যদের সাথে কাজ করা হয়ে থাকে। কাজ সম্পাদনের জন্য নিম্নোক্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন: ● ভিন্ন পদ্ধতি অথবা পন্থা এবং যোগাযোগের মাধ্যম নির্বাচন করা যার দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করে পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব। ● এইচপি দ্বারা পরিচালিত কার্যক্রমের জন্য উপকরণ প্রস্তুত করা (এইচপি বক্স ব্যবহার করা)। ● এইচপির হস্তক্ষেপের জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল নির্বাচন। ছোট জনগোষ্ঠীর ওপর পাইলট এবং প্রিটেস্ট পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটিয়ে তার কার্যকারিতা যাচাই। ● পরিবর্তনের কার্যকর করা সেই সাথে বাস্তবায়নের শুরু। ● কার্যক্রম জন্য পর্যবেক্ষণ এবং রিপোর্টিং পরিকল্পনার প্রস্তুতি। ● সময় নির্ধারণ এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রচার কার্যক্রমের পরিচালনা।	প্রশিক্ষিত এইচপি কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক দল, এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ এবং হার্ডওয়্যার প্রকৌশলী	Volunteer Management Toolkit PHAST CLTS Sampling

জরুরি অবস্থায় স্বাস্থ্যবিধির প্রচারণাঃ

পদক্ষেপসমূহ	অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ	ACTORS	তথ্যাবলির উৎস
পদক্ষেপ ৬: বাস্তবায়ন	পরিকল্পনা অনুসরণ এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত কার্যক্রমগুলো অন্তর্ভুক্তকরণ প্রয়োজনঃ ● ওয়াশ সুবিধার সাথে প্রয়োজনীয় আচরণগত পরিবর্তনের যোগাযোগ স্থাপনের জন্য হার্ডওয়্যার প্রকৌশলী এবং অন্যদের সাথে কাজ করা। ● স্বেচ্ছাসেবক এবং কর্মীদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা। ● এইচপি সামগ্রী বিতরণের জন্য ত্রাণ দানকারী দলের সাথে কাজ করা এবং আঘাতপ্রাপ্ত এলাকাবাসীকে তাদের অবস্থান সম্পর্কে ধারনা প্রদান করা।	প্রশিক্ষিত এইচপি কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক দল, এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ।	Watsan & Health NFI Guidelines. WASH & Health NFI Guidelines. IFRC Guidelines to Hygiene Promotion in Emergencies Trainer's Manual. WASH Cluster Training Material. IEC Materials.
পদক্ষেপ ৭: পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন	● ধাপ ৫ এ প্রস্তুতকৃত এইচপি পর্যবেক্ষণ ফর্ম ব্যবহার করা। ● ৩ মাস পর আবার তথ্য সংগ্রহ করা এবং ধাপ ১ থেকে প্রাথমিক বেসলাইন তথ্যের সাথে তুলনা ও মূল্যায়ন করা। ● নতুন দৃশ্যকল্পের স্বাস্থ্যবিধি আচরণের উদ্দেশ্যগুলো পূরণের জন্য এইচপি কার্য পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনা।	প্রশিক্ষিত এইচপি কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক দল, এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ।	Monitoring and Evaluation.

জরুরি অবস্থায় স্বাস্থ্যবিধির প্রচারণাঃ			
পদক্ষেপসমূহ	**অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ**	**ACTORS**	**তথ্যাবলির উৎস**
পদক্ষেপ ৮ : পর্যালোচনা এবং পুনঃনির্মাণ	বর্তমান সমস্যা মোকাবেলার জন্য এবং পরিস্থিতি পরিবর্তনের লক্ষ্যে পুনরায় পরিকল্পনা করা।	প্রশিক্ষিত এইচপি কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক দল, এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ এবং হার্ডওয়্যার প্রকৌশলীবৃন্দ।	

গ্রন্থপঞ্জি:

WASH CLUSTER. (2007). "Hygiene Promotion in Emergencies – A briefing paper." available online from: **http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/WASH/WASH%20Hygiene%20Promotion%20in%20Emergencies.pdf**, accessed 20 May 2016

Sphere. (2011). "Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response." from **http://www.sphereproject.org/handbook**, accessed on May 2016

The Core Humanitarian Standards 2016, **https://corehumanitarianstandard.org/the-standard**

WASH Accountability Resources 2009, Global WASH Cluster, **http://watsanmissionassistant.wikispaces.com/file/view/wash-accountability-handbook.pdf/353942476/wash-accountability-handbook.pdf**, accessed on 12/01/2017.

Ferron, S., Morgan, J and O'Reilly, M. (2007). Hygiene Promotion: A Practical Manual for Relief and Development, Practical Action Publishing.

British Red Cross (2016), Mass Sanitation Module (MSM) Handbook, a general reference for MSM deployments. **http://watsanmissionassistant.wikispaces.com/file/view/Part%202%20-%20HANDOUT%20AtB%20in%20MSM%20response%20-%20minimum%20standards%202013.pdf/608027859/Part%202%20-%20HANDOUT%20AtB%20in%20MSM%20response%20-%20minimum%20standards%202013.pdf**

Community, Engagement and Accountability (CEA), **http://watsanmissionassistant.wikispaces.com/file/view/Tool-24-CEA-brochure.pdf/608027557/Tool-24-CEA-brochure.pdf**

WASH CLUSTER (2013). "Training Material." available online from: http://washcluster.net/training-resources/ [Access Date: May 2016]

OEDC 2017, DAC Criteria's for Evaluation development assistance, OEDC website, **http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm**, assessed on 07/03/2017

Seven Fundamental Principles. **http://www.ifrc.org/who-we-are/vision-and-mission/the-seven-fundamental-principles/**

Code of Conduct, **http://media.ifrc.org/ifrc/who-we-are/the-movement/code-of-conduct/**

Gender in water, sanitation and hygiene promotion- Guidance note, **http://watsanmissionassistant.wikispaces.com/file/view/Guidance%20note-Gender%20in%20water%20and%20sanitation-EN_LR.pdf/391531082/Guidance%20note-Gender%20in%20water%20and%20sanitation-EN_LR.pdf**

Minimum standard commitments to gender and diversity in emergency programming (2015), Gender and Diversity in Emergencies- WASH Programming Standards- Page 23, **http://watsanmissionassistant.wikispaces.com/file/view/Gender%20Diversity%20Minimum%20Standard%20Commitments%20in%20Emergency%20Programming.pdf/608022417/Gender%20Diversity%20Minimum%20Standard%20Commitments%20in%20Emergency%20Programming.pdf**

ICRC, IFRC (2008), Guidelines to Assessment in Emergencies, IFRC website, **http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/guidelines/guidelines-emergency.pdf**, accessed on 07/03/2017

রেড ক্রস/ রেড ক্রিসেন্ট মূলনীতিঃ

Humanity
মানবতা

কোন প্রকার ভেদাভেদ ছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের সাহায্যের উদ্দেশ্য সৃষ্ট আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন, জাতীয় ও আন্তার্জাতিক ক্ষেত্রে সর্বত্র মানুষের দুঃখ-দুর্দশা প্রতিরোধ ও উপশম করার চেষ্টা করে। জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষা এবং মানুষের সম্মান বজায় রাখা এর উদ্দেশ্য। এই আন্দোলন পারস্পরিক সমঝোতা, বন্ধুত্ব, সহযোগিতা এবং সকল জাতির মধ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে।

Impartiality
পক্ষপাতহীনতা

এই আন্দোলন জাতি, গোত্র, ধর্মীয় বিশ্বাস, শ্রেণী বা রাজনৌতিক মতবাদের মধ্যে কোন বৈষম্য করে না। কেবলমাত্র প্রয়োজনের ভিত্তিতে এই আন্দোলন মানুষের কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করে এবং সর্বাধিক বিপদাপন্ন ব্যক্তিদেরকে সাহায্যের অগ্রাধিকার দেয়।

Neutrality
নিরপেক্ষতা

সকলের বিশ্বাসভাজনের উদ্দেশ্যে এই আন্দোল সংঘর্ষকালে কোন পক্ষ অবলম্বন করে না বা কোন সময় রাজনৌতিক, গোত্রগত, ধর্মীয় বা আদর্শগত মতবিরোধে অংশগ্রহণ করে না।

Independence
স্বাধীনতা

এই আন্দোলন স্বাধীন। মানবসেবামূলক কাজে সরকারের সহায়ক হিসেবে জাতীয় সোসাইটি নিজ নিজ দেশের আইনের অধীনে ন্যস্ত থাকলেও আন্দোলনের নীতিমালা অনুযায়ী কাজ করার জন্য তাদেরকে অবশ্যই নিজস্ব স্বাধীনতা বজায় রাখতে হবে।

Voluntary Service
স্বেচ্ছামূলক সেবা

একটি স্বেচ্ছাসেবামূলক ত্রাণ আন্দোলন হিসেবে এই আন্দোলনের কোন প্রকার স্বার্থ বা লাভ অর্জনের উদ্দেশ্যে কাজ করে না।

Unity
একতা

কোন দেশে কেবল একটি রেড ক্রস বা রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি থাকতে পারে। সকলের জন্য এর দ্বার অবারিত থাকতে হবে। দেশের সর্বত্র এর মনবসেবামূলক কর্মাকন্ড বিস্তৃত হতে হবে।

Universality
সার্বজনীনতা

সম-মর্যাদাসম্পন্ন এবং পরস্পরকে সাহায্যের জন্য সমান দায়িত্ব ও কর্তব্যের অধিকারী জাতীয় সোসাইটিসমূহ নিয়ে গঠিত বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট বিশ্বব্যাপী একটি সার্বজনীন আন্দোলন ।

প্রকাশনার আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন:

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (বিডিআরসিএস)

ডিজাস্টার রেসপন্স বিভাগ

জাতীয় সদর দপ্তর, ৬৮৪-৬৮৬ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭, বাংলাদেশ

ফোন: (পিএবি এক্স) ৯৩৩০১৮৮-৮৯, হটলাইন নং: ০১৮১১-৪৫৮৫২৪

website: www.bdrcs.org.

ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেড ক্রস অ্যান্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ (আইএফআরসি)

৬৮৪-৬৮৬, রেড ক্রিসেন্ট সড়ক, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭, বাংলাদেশ

ফোন: +৮৮০২-৫৮৩১৩৮৭৮, ৪৮৩১৪৬৩৩

website: www.ifrc.org.